ভগবৎ-দর্শন

হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের ট্রাস্টি শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ ● **সম্পাদক** শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ ● **সহ-সম্পাদক** শ্রী নিতাই দাস ও সনাতনগোপাল দাস ● **সম্পাদকীয় পরামর্শক** পুরুষোত্তম নিতাই দাস ● **অনুবাদক** স্বরাট মুকুন্দ দাস ও শরণাগতি মাধবীদেবী দাসী ● **প্রুফ সংশোধক** সনাতনগোপাল দাস ● **ডিটিপি** তাপস বেরা ● **প্রচ্ছদ** জহর দাস ● **হিসাব রক্ষক** জয়ন্ত চৌধুরী ● **গ্রাহক সহায়ক** জিতেন্দ্রিয় জনার্দন দাস ও ব্রজেশ্বর মাধব দাস ● **সৃজনশীলতা** রঙ্গীগৌর দাস ● **প্রকাশক** ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে **সত্যদর্শী নন্দা** দ্বারা প্রকাশিত

অফিস অজন্তা অ্যাপার্টমেন্ট, ১০ গুরুসদয় রোড, ফ্ল্যাট ১-বি, কলকাতা ৭০০০১৯,
মোবাইল ৯০৭৩৭৯১২৩৭
মেলঃ btgbengali@gmail.com

বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(বুক পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ২৫০ টাকা, ২ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(রেজিষ্ট্রি পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(ক্যুরিয়ার সার্ভিস)** ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা (কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে), ১ বছরের জন্য - ৭২০ টাকা (পশ্চিমবঙ্গের বাইরে) ● **মানি অর্ডার উপরিউক্ত ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠান অথবা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আপনার গ্রাহক ভিক্ষার টাকা জমা করুন।**

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক (কোলকাতা প্রধান শাখা)
৭, শেক্সপিয়ার সরণী, কোলকাতা
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর - ০০৫০১০১০০৩২৯৪৩৯
আই.এফ.এস.সি - UTIB 0000005
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম - ইসকন

আপনার ঠিকানা পরিবর্তন অথবা গ্রাহক ভিক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে উপরিউক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
আপনার প্রশ্নের শীঘ্র উত্তর পেতে হলে আপনার সাম্প্রতিক গ্রাহক ভিক্ষার রসিদ এবং তার বিবরণটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আট সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে সহায়তা দেওয়া হবে।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৩১৩

২০২০ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট দ্বারা সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

ভগবৎ-দর্শন

৪৪ তম বর্ষ ■ ৫ম সংখ্যা ■ মাধব ৫৩৪ ■ ফেব্রুয়ারী ২০২১

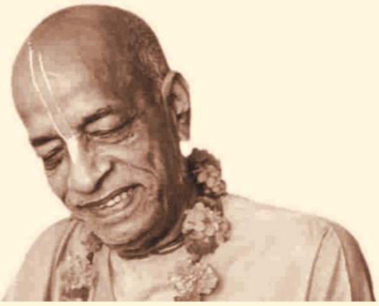

বিষয়-সূচী

৩ প্রতিষ্ঠাতার বাণী

একটি কুকুরের জেদ

এই জড়জগতে সে সুখী হতে চায়—সকলেই উন্মত্ততার শিকার। তারা জানে না যে একমাত্র সমাধান হলো, যেমন শ্রীকৃষ্ণ বলেন, সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ "শুধু আমার শরণাপন্ন হও" (গীতা ১৮।৬৬) কিন্তু তা তারা করবে না।

৬ আচার্য বাণী

নিত্যানন্দ প্রভুর করুণা

গুরু হলেন করুণার সাগর এবং নিত্যানন্দ প্রভু হলেন আদি গুরু, সকল গুরুর গুরু। বলরামও গুরু। এরূপ গুরু অবশ্যই সবার প্রতি সর্বদা তাঁর কৃপাদৃষ্টি রাখেন এবং তাঁর করুণা বিতরণ করার জন্যই নিত্যানন্দ প্রভু আবির্ভূত হয়েছিলেন।

২৭ লীলা কথা

শ্রী নিত্যানন্দ লীলা

প্রেমবিহ্বল শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে দেখে আলিঙ্গন করে মহাপ্রভু তখন তাঁকে অদ্ভুত কথা বললেন, তুমি আমাকে যেরকম সাজাবে আমি সেরকমই থাকবো। আমার সন্ন্যাস অবশ্য রক্ষা করো। সেই সময় অন্য ভক্তদের মহাপ্রভু বললেন, এই নিত্যানন্দ প্রভু আমার চেয়ে বড়ো। নিত্যানন্দ চরণে কেউ অপরাধ করলে তার কৃষ্ণপ্রেমভক্তি বিঘ্নিত হবে। তাই সাবধান।

১০ দৈনিক তিথিপত্র

বৈষ্ণব পঞ্জিকা

৫৩৫ গৌরাব্দ
২০২১–২০২২ খ্রিস্টাব্দ,
১৪২৭–১৪২৮ বঙ্গাব্দ

২৯ মার্চ (২০২১ খ্রিঃ) ১৫ চৈত্র ১ বিষ্ণু সোমবার প্রতিপদ ঃ শ্রীল জগন্নাথ মিশ্রের আনন্দ উৎসব।

৪ এপ্রিল ২১ চৈত্র ৭ বিষ্ণু রবিবার অষ্টমী ঃ শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিতের আবির্ভাব তিথি।

১৬ শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জুনের ১৬টি প্রশ্নের দ্বিতীয় প্রশ্নের প্রাথমিক আলোচনা

দুই ধরনের লোক এই জগতে আত্মউপলব্ধি করার চেষ্টা করে। কেউ দার্শনিক জ্ঞানের ভিত্তিতে, অন্যজন বুদ্ধিযোগের ভিত্তিতে। তবে যার যেটাতে নিষ্ঠা সে সেইটাতে সাফল্য লাভ করে।

১৯ পরিচয়

ধারাবাহিক ভাগবত শ্রবণ

"শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর লীলা সংবরণ করে ধর্ম ও তত্ত্বজ্ঞানসহ নিজ ধামে গমন করলেন, তখন সূর্যের মতো উজ্জ্বল এই পুরাণের উদয় হয়েছে। কলিযুগের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভগবৎ দর্শনে অক্ষম মানুষেরা এই পুরাণ থেকে আলোক প্রাপ্ত হবে।"

২৩ শাস্ত্র কথা

ব্রহ্মসংহিতা

শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, বহু ভাগ্যের ফলে কৃষ্ণকৃপা হলে কেউ জড় প্রপঞ্চ ত্যাগ করে চিন্ময় জগতে প্রবিষ্ট হন। সেখানে গোলোকে বিশুদ্ধ লীলা দর্শন ও আস্বাদন করতে পারবেন। আর, এই প্রপঞ্চে থেকেও ভক্তি সিদ্ধিক্রমে কৃষ্ণকৃপায় চিন্ময় রসের অনুভূতি যিনি লাভ করেছেন, তিনি ভৌম গোকুলেও সেই গোলোক লীলা দেখতে পান।

২৫ প্রচ্ছদ কাহিনী

নিত্যানন্দ স্থানে অপরাধ

পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভুর অহৈতুকী কৃপা লাভের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে নিত্যানন্দের প্রতি বিমুখ ভাব ও ঘোর বিরুদ্ধাচার করেছিল। বিষ্ণু-বৈষ্ণব চরণে ঘোর অপরাধী ব্যক্তি যেখানে বাস করে সেই এলাকাটি একজনের দোষে উজাড় হয়ে যায়।

বিভাগ

৯ আপনাদের প্রশ্ন ও আমাদের উত্তর

আমি ত' জগতে বসি, জগত আমাতে। না আমি জগতে বসি, না আমা জগতে।।

১৫ অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদ

ফুলকপির খাস্তা কচুরী

২১ ইসকন সমাচার

লকডাউনে ইসকন গোবর্ধন ইকোভিলেজে শ্রীমদ্ভাগবতমের প্রবাহ

২৮ ছোটদের আসর

জালে পাখি

৩০ ভক্তি কবিতা

মৃত্যু পথে

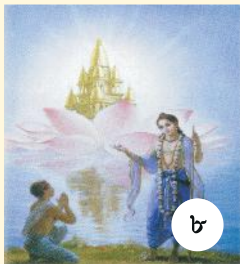

আমাদের উদ্দেশ্য

● সকল মানুষকে মোহ থেকে বাস্তবতা, জড় থেকে চিন্ময়তা, অনিত্য থেকে নিত্যতার পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়তা করা। ● জড়বাদের দোষগুলি উন্মুক্ত করা। ● বৈদিক পদ্ধতিতে পারমার্থিক জীবনের পথ নির্দেশ করা। ● বৈদিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচার। ● শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা। ● সকল জীবকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করানো ও তাঁর সেবা করতে সাহায্য করা।

সম্পাদকীয়

শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু কেন এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন?

পুষ্প থেকে সুগন্ধ এবং শর্করা থেকে মিষ্টতা যেমন অবিচ্ছেদ্য তেমনি নিত্যানন্দ প্রভু চৈতন্য মহাপ্রভু থেকে অবিচ্ছেদ্য। তাঁরা একে অপরের সঙ্গ উপভোগ করেছিলেন, একত্রে তাঁরা এই জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং চিন্ময় ধাম থেকে যে সমস্ত জীব এই জগতে এসে জন্মগ্রহণ করেছেন তাদের আকর্ষিত করার জন্য অনেক দিব্যলীলা প্রদর্শন করেছেন।

নিত্যানন্দ প্রভু ভগবান বলদেব থেকে অভিন্ন এবং তিনি সর্বদা কৃষ্ণসেবা করে আনন্দ লাভ করেন। অনন্ত শেষ নামে তিনি বৈকুণ্ঠে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শয্যা। অনঙ্গ মঞ্জরী রূপে শ্রীমতি রাধারানীকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দিব্যলীলা বিলাসে সহায়তা করতেন। লক্ষ্মণ রূপে তিনি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সেবার জন্য যে কোন কিছু করতে প্রস্তুত। কলিযুগে তিনি ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলনে সহায়তা করেন। চৈতন্য মহাপ্রভু নিমাই নামে এবং নিত্যানন্দ প্রভু নিতাই নামে বিখ্যাত ছিলেন।

আমরা ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা ব্যতীত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের কৃপা লাভ করতে পারি না এবং নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা ব্যতীত আমরা চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করতে পারি না।

শ্রীল রূপ গোস্বামী (অভিধেয় আচার্য), শ্রীল সনাতন গোস্বামী (সম্বন্ধ আচার্য), শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী (প্রয়োজন আচার্য) যারা ভক্তি আন্দোলনে এক মহত্ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে নিত্যানন্দ প্রভুর মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃপা লাভ করেছিলেন।

চৈতন্য ভাগবত এবং চৈতন্যচরিতামৃত হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রামাণিক ও প্রকৃত আত্মজীবনী যে দুটি নিত্যানন্দ প্রভুর অনুপ্রেরণাতে রচিত হয়েছিল। নিত্যানন্দ প্রভু তাঁর শিষ্য বৃন্দাবন দাস ঠাকুরকে নির্দেশ দেন চৈতন্য ভাগবত রচনা করার জন্য এবং তিনি কৃষ্ণদাস কবিরাজকে স্বপ্নাদেশ দেন চৈতন্য চরিতামৃত রচনা করার জন্য।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশানুসারে, নিত্যানন্দ প্রভু এবং হরিদাস ঠাকুর প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে গিয়ে কৃষ্ণনাম করার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁরা কারোর যোগ্যতা বিচার করেননি। এমন কি তাঁরা পাষণ্ড নিষ্ঠুর জগাই মাধাইকে পর্যন্ত অনুরোধ করেছিলেন। জগাই মাধাই এত পতিত ছিল যে শুদ্ধ ব্যক্তিরা তাদের দর্শন করলে গঙ্গাস্নান করে তারা তাদের দর্শন জনিত পাপ থেকে মুক্ত হতেন। কেউই তাদের নিকটবর্তী হতেন না।

কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু তাদের হৃদয় পরিবর্তন করতে মনস্থ করলেন। তিনি তাদেরকে দিব্য কৃষ্ণনাম জপ করতে অনুরোধ করলে তাতে জগাই মাধাই খুব ক্রোধান্বিত এবং হিংস্র হয়ে উঠলো। মাধাই তো মাটির পাত্র দ্বারা নিত্যানন্দ প্রভুর মস্তকে সজোরে আঘাত করে।

যখন চৈতন্য মহাপ্রভু এই সংবাদ পান, তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন। তিনি মাধাইকে হত্যা করার জন্য সুদর্শন চক্রকে আহ্বান করেন। কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু মাধাইকে ক্ষমা করার জন্য চৈতন্য মহাপ্রভুর নিকট অনেক অনুনয় বিনয় করেন।

"হে আমার প্রভু, এই কলিযুগে আপনি পাপীদের হত্যা করে উদ্ধারের সঙ্কল্প করেননি, আপনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম জপের মাধ্যমে এই সমস্ত পাপী জীবদের উদ্ধার করার সংকল্প করেছেন।

নিত্যানন্দ প্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমভক্তি বিতরণ করার জন্য এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি আমাদের কৃষ্ণনাম জপ করার শিক্ষা প্রদান হেতু আগমন করেছিলেন। আমরা যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম জপ করি তখন আমাদের চিত্ত ক্রমে শুদ্ধ হয় এবং পরিশেষে পূর্ণ শুদ্ধতা লাভ করি।

বর্তমানে আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম জপ করার কোন যোগ্যতা নেই। কিন্তু আমরা যদি নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ করি তিনি কৃপা করে আমাদের হৃদয়কে কলুষমুক্ত করবেন। ফল স্বরূপ আমরা কৃষ্ণনাম জপে রুচি অনুভব করবো। তখন আমাদের জীবন সফল হবে এবং নিত্যানন্দ প্রভু আমাদেরকে কৃপাপূর্বক চিন্ময় ধামে নিয়ে যাবে যেখানে আমরা তাঁর সঙ্গ লাভ করার সুযোগ পাবো এবং নিত্যকালের জন্য তাঁর সেবায় নিয়োজিত হতে পারবো।

নিম্নলিখিত কথোপকথনটি ভারতবর্ষে বৃন্দাবনে ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রাতঃভ্রমণকালে কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি এ সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এবং তাঁর কতিপয় শিষ্যের মধ্যে হয়েছিল।

একটি কুকুরের জেদ

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ মানুষ শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্যই সচেষ্ট, এমন কি তারা এও জানে না যে, মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি, সুতরাং আমাদের লক্ষ্য হলো এই অজ্ঞানতাকে উৎপাটন করা। তারা জীবন সম্বন্ধে একটি ভুল ধারণা নিয়ে জীবনযাপন করছে। আধ্যাত্মিক ধারণা নয়, শুধুমাত্র জড়বাদ।

ভক্ত ঃ আমি কাঠমাণ্ডুতে লোককে জিজ্ঞাসা করছি, "ধূমপান কি ধরনের আনন্দ? আপনার কাশি হচ্ছে। নেশা টক্সিন অর্থাৎ বিষ। সুতরাং আপনি প্রকৃতপক্ষে নিজেকে বিষ দিচ্ছেন। এটা কি স্বাভাবিকতা? এই কি মনুষ্য জীবন?" সেইজন্য এই লোকেরা সাধারণতঃ আমাকে বলে, "আচ্ছা, আমি পরে সিগারেট ছেড়ে দেব।"

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ যাই হোক তারা তাদের ভুল স্বীকার করে, নয় কি?

ভক্ত ঃ হ্যাঁ, কিছু লোক করে। আমি এই সমস্ত লোকদের কর্ম সম্বন্ধে স্মরণ করিয়ে দিই। আপনি জানেন, "আপনার এই জীবনের কর্ম অনুযায়ী আপনার পরবর্তী জীবন প্রস্তুত করছেন। যদি আপনি একটি আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করেন, আপনি আধ্যাত্মিক জগতে যাবেন। যদি আপনি জড়জীবন যাপন করেন — পাশবিক — আপনি জড়জগতে থাকবেন এবং এক পশু হবেন" এবং তারা সকলেই স্বীকার করেছে।

"হ্যাঁ আমি কর্মের নীতি জানি" কিন্তু যখন আমি বলি—কেন আপনি কৃষ্ণ সেবা করছেন না? তারা বলে, "পরে পরে"।

শ্রীল প্রভুপাদঃ "হরে কৃষ্ণ"

ভক্ত ঃ সেইজন্য শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্‌ভাগবতে আপনার নির্দেশাবলী কি এই সকল ভক্তের লালসা বন্ধ করতে পারে? অথবা আমরা কি কোনভাবে আশা করতে পারি যে তারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রচেষ্টায় অবসন্ন হয়ে পড়বে?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তারা অবসন্ন। এই জড়জগতে কে সফল? তুমি কি এমন কোন উদাহরণ দিতে পারো যেখানে কেউ প্রকৃতপক্ষে সফল?" (হাসি সংক্ষিপ্ত বিরতি) তারপর?

ভক্ত ঃ এই জড়জগতে সর্বত্র মানুষ দুর্দশাগ্রস্ত। আমেরিকার বিখ্যাত আদবকায়দা বিশেষজ্ঞ অ্যামি ভ্যানডারবিল্ট তার জানলা দিয়ে লাফ দিয়েছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদঃ এইরকম অনেক আছে।

ভক্ত ঃ হ্যাঁ। সান ডিয়েগো এবং সান ফ্রান্সিসকোতে এমন বেড়া আছে যাতে যখন লোক ব্রীজ থেকে ঝাঁপ দেয়, তারা বেড়াতে আটকে যায়।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ এবং আমি ভাবি বার্কলেতে তাদের ঘড়িস্তম্ভকে কাঁচ দিয়ে বন্ধ করতে হয়েছে।

ভক্ত ঃ ও হ্যাঁ, ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটিতে — ছাত্রদের ঝাঁপ দেওয়া বন্ধ করতে।

শ্রীল প্রভুপাদঃ এগুলিই হলো মানুষের উন্মত্ততার লক্ষণ। তারা তাদের জড়জাগতিক জীবন সম্পর্কে কত বীতশ্রদ্ধ। তারা সর্বদাই আত্মহত্যা করতে প্রস্তুত। প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে এক ব্যক্তি আমার নিকট রেল গাড়ীতে বসেছিলেন এবং হঠাৎ তিনি জানালা দিয়ে ঝাঁপ মারলেন। হঠাৎ করে! কত সুন্দর ভাবে তিনি বসে ছিলেন। তিনি কি চিন্তা করছিলেন আমি জানি না। তিনি খোলা জানালার সুযোগ নিয়েছিলেন এবং ঝাঁপ মেরেছিলেন। আমি এটি দেখেছিলাম।

ভক্ত ঃ এক ধরনের উন্মত্ততা তাকে বশীভূত করেছিল।

শ্রীল প্রভুপাদঃ উন্মত্ততা। উন্মত্ততার শিকার। এই জড়জগতে সে সুখী হতে চায়—সকলেই উন্মত্ততার শিকার। তারা জানে না যে একমাত্র সমাধান হলো, যেমন শ্রীকৃষ্ণ বলেন, সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ "শুধু আমার শরণাপন্ন হও" (গীতা ১৮।৬৬) কিন্তু তা তারা করবে না। যাই করো, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হও।

ভক্ত ঃ আমি ভারতীয়দের বলছিলাম যে আমেরিকায় বড় বিষয় হলো তারা "জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন" করতে ইচ্ছুক, কিন্তু যে সকল লোক জীবনযাত্রা মান উন্নত করেছে—তারাও নিজেদের হত্যা করছে। কিন্তু অনেক সময়ই এই ভারতীয় লোকেরা শুনতে চায় না। "আমাদের লক্ষ্য হলো অর্থনৈতিক

এই জড়জগতে সে সুখী হতে চায়—সকলেই উন্মত্ততার শিকার। তারা জানে না যে একমাত্র সমাধান হলো, যেমন শ্রীকৃষ্ণ বলেন, সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ "শুধু আমার শরণাপন্ন হও" (গীতা ১৮।৬৬) কিন্তু তা তারা করবে না। যাই করো, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হও।

উন্নয়ন," তারা বলে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ জেদ। কুকুরের জেদ। বর্তমানে তারা নানা ধরনের ধর্মীয় ব্যবস্থা তৈরীতে ব্যস্ত যাতে শ্রীকৃষ্ণের কাছে শরণাগত না হতে হয়। এই চলছে। বড় বড় স্বামীরা বলছে, "হ্যাঁ, যাই তৈরী কর, তাই ঠিক," যত মত তত পথ "তুমি যা-ই অভিসন্ধি করো না কেন তা-ই ঠিক।" সুতরাং মানুষ সন্তুষ্ট। যদি কেউ বলে, "তুমি আমার শরণাগত হও," সেটা খুব রুচিসম্মত নয়। যখন কেউ বলে, "না তুমি যে কারুর

শরণাপন্ন হতে পারো," সেটি খুব সুরুচিকর।

ভক্ত ঃ কারণ তার অর্থ শরণাগতি নয়। যে কারুর শরণাগতি...

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ।

ভক্ত ঃ অর্থাৎ শরণাগতি নয়।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ।

ভক্ত ঃ কখনও কখনও লোকে বলে, "যখন কৃষ্ণ চাইবেন যে আমি তার শরণাগত হবো, তখন আমি করবো।"

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। বদমাশ। তুমি ভাবো যে, শ্রীকৃষ্ণ এটা চাইছেন না, যখন শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় তিনি বলছেন, "তোমার অবশ্যই এটি করা উচিত—তোমার আমার শরণাগত হওয়া উচিত?"

ভক্ত ঃ কখনও কখনও লোকে বলে, "যখন কৃষ্ণ আমার হৃদয় তাঁর নিকট উদ্ভাসিত করবেন তখনই আমি তার শরণাগত হবো।"

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ কিন্তু তোমার হৃদয় নেই। তোমার শুধুই পাথর। একটি ভক্তিগীতিতে আছে; "আমার হৃদয় পাথরের থেকেও কঠিন। আমি জানি যে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ এমনকি পাথরকেও বিগলিত করে, কিন্তু আমার হৃদয়কে বিগলিত করে নি। সেইহেতু আমি ভাবি আমার হৃদয় পাথরের অপেক্ষাও কঠিন।"

ভক্ত ঃ এই প্রকার কিছু ধর্মীয় ব্যবস্থা একথাও বলে যে, ভগবানের নাম নেওয়াও অপরাধ।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ আমি কি করতে পারি? যদি এই মূর্খরা এই ধরনের কিছু বলে, আমি কি করতে পারি?

ভক্ত ঃ এমনকি যখন তারা "GOD" শব্দটি লেখে, তারা G-O-D লেখে না। তারা লেখে G-D- এইভাবে তারা ভগবানকে অভিযুক্ত করে, কিন্তু তারা "GOD" বলে না। এতটাই পবিত্র যে উচ্চারণ করা যাবে না। তারা এরূপ বলে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তারা এভাবেও বলে, "G-জিরো-D"; (হাসি) এটি ভগবান সম্বন্ধে তাদের ধারণা ব্যক্ত করে।

ভক্ত ঃ জিরো, তাঁর প্রতি তাদের ভালোবাসা ব্যক্ত করে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। জিরো উভয় দিককে নিয়ন্ত্রণ করে, G এবং D যদি আপনি শূন্য দিয়ে কিছু গুণ করেন, কি হয়?

ভক্ত ঃ শূন্য।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সেটাই। এইরূপ ভাবনাই শূন্যবাদী। এটি সফল আত্মহনন। কিন্তু জীবন শূন্য নয় কারণ ভগবান শূন্য নন।

নিত্যানন্দ প্রভুর করুণা

শ্রীমৎ লোকনাথ স্বামী মহারাজ

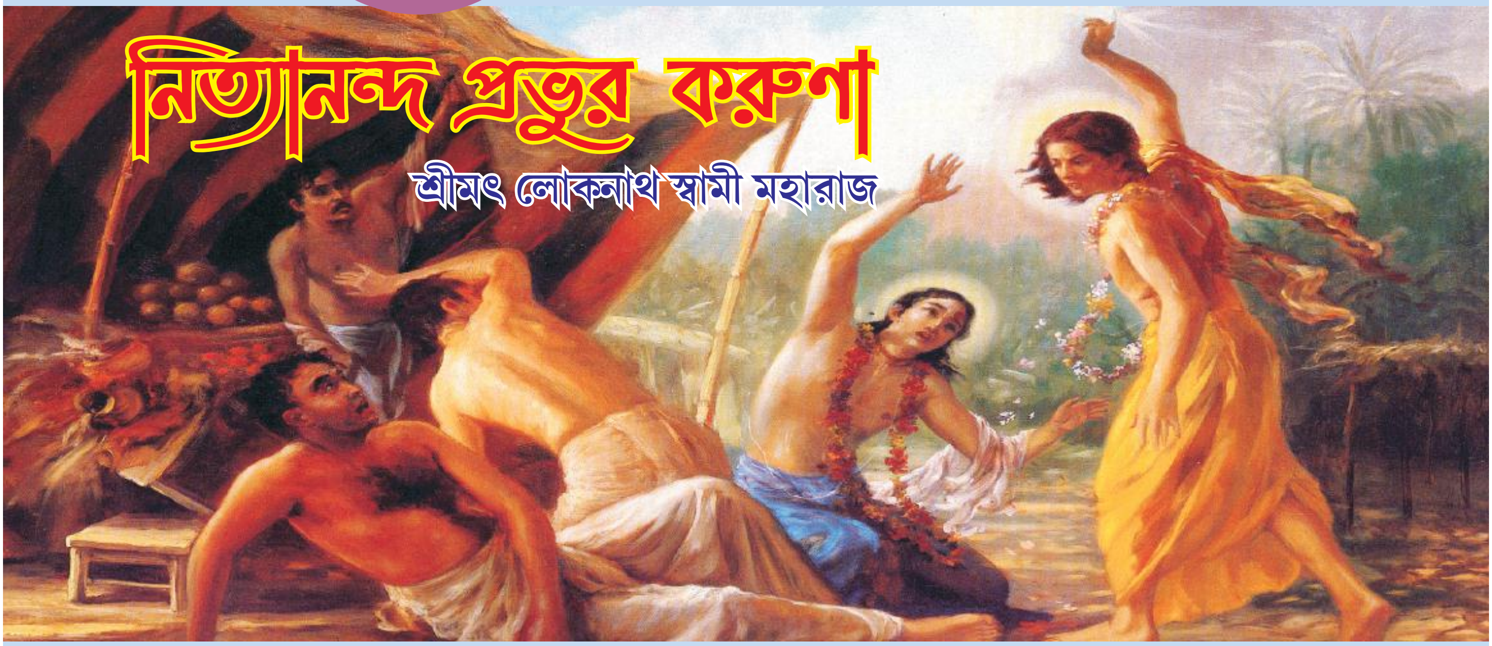

হা হা প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দ সুখী।
কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুঃখী।।

সেইজন্য নরোত্তম দাস ঠাকুর প্রার্থনা করছেন, "হে প্রিয় নিত্যানন্দ প্রভু, আপনি সর্বদা চিন্ময় আনন্দে আনন্দিত। আপনাকে সর্বদা খুব সুখী দেখায়, আমি আপনার নিকট এসেছি কারণ আমি সর্বাধিক অসুখী। আপনি যদি কৃপাপূর্বক আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, আমিও সুখী হতে পারি।"

হে নিত্যানন্দ প্রভু, শুধু আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। আমি অত্যন্ত দুঃখী। এটা ভালো নয়, কৃপাপূর্বক আমার উপর আপনার করুণা বর্ষণ করুন। সেইহেতু নিত্যানন্দ প্রভু তাঁর করুণার জন্য প্রসিদ্ধ।

শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু অধম জনার বন্ধু

আমরা এটি কীর্তন করি, সেইজন্য গুরু হলেন করুণার সাগর এবং নিত্যানন্দ প্রভু হলেন আদি গুরু, সকল গুরুর গুরু। বলরামও গুরু। এরূপ গুরু অবশ্যই সবার প্রতি সর্বদা তাঁর কৃপাদৃষ্টি রাখেন এবং তাঁর করুণা বিতরণ করার জন্যই নিত্যানন্দ প্রভু আবির্ভূত হয়েছিলেন। চৈতন্য মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভু উভয়েই আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাঁরা উভয়েই মহানরূপে মহাবদান্য রূপে প্রসিদ্ধ।

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়তে (চৈ চ মধ্য ১৯।৫৩)

ও সর্বাধিক বদান্য অবতার! চৈতন্য মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভু উভয়েই মহাবদান্য। ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসূত হইল সেই, বলরাম হইল নিতাই। এই বলরাম বাংলায় একচক্রাগ্রামে হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতীর গৃহে নিত্যানন্দরূপে আবির্ভূত হলেন। তিনি একচক্রাগ্রামে তাঁর বাল্যলীলা করেছিলেন। একদিন এক সন্ন্যাসী তাদের গৃহে আসেন। তাকে সমাদরে সুন্দরভাবে সেবা করা হয়। গমনকালে তিনি পরিবারটির নিকট এক বিশেষ চাহিদা প্রকাশ করেন, 'দয়া করে নিত্যানন্দকে আমায় দিন।' যেহেতু তিনি পরিব্রাজকাচার্য ছিলেন তাই সহায়তা করার জন্য কাউকে তার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং নিত্যানন্দ একচক্রাগ্রাম ত্যাগ করলেন। নিত্যানন্দ প্রভু একচক্রাগ্রাম থেকে বেরিয়ে বলরাম যেভাবে ভারতে তাঁর যাত্রা করেছিলেন সেইভাবে সর্বত্র যাত্রা করলেন। এর থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারি, বলরাম হইল নিতাই। বলরামও ভ্রমণ করেছেন এবং নিত্যানন্দ প্রভুও ভ্রমণ করেছেন। নিত্যানন্দ প্রভু সর্বত্র ভ্রমণ করেছেন এবং ভ্রমণকালে তিনি যখন রাধাকুণ্ডের তীরে পৌঁছলেন সেখানে তিনি সংবাদ পেলেন যে তাঁর প্রভু, তাঁর মহাপ্রভু, চৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েছেন।

এই কথা শ্রবণ করে তিনি সরাসরি বাংলার নবদ্বীপে গেলেন। নবদ্বীপে নন্দনাচার্যের গৃহে গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ মিলিত হলেন। তখন চৈতন্য মহাপ্রভুর বয়স ২০ বছর। এর পরে গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ একত্রে থাকলেন।

সংকীর্তনপিতরৌ ঃ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভু হলেন

সংকীর্তনের দুই পিতা, সংকীর্তনের প্রতিষ্ঠাতা পিতৃদ্বয়। তাঁরা উভয়েই শ্রীবাস অঙ্গনে সংকীর্তন করতেন, পঞ্চতত্ত্বের সকলেই সেই আন্দোলনে যোগদান করতেন। অতঃপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিলেন এবং তারপর নিত্যানন্দ প্রভু জগন্নাথ পুরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। একদা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, নিত্যানন্দ প্রভু আপনি সর্বদা আমার সাথে অবস্থান করেন, এখন আপনি বাংলায় গমন করুন। অতঃপর নিত্যানন্দ প্রভু দ্বাদশগোপালের সাথে বাংলা অভিমুখে গমন করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক নিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস ঠাকুরের প্রতি নির্দেশ -

শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস।
সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ।।
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল 'কৃষ্ণ', ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা।।

এইবার নিত্যানন্দ প্রভু গুরুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। নিত্যানন্দ প্রভু প্রথমে পানিহাটি আসেন সেখানে দিবানিশি ২৪ ঘন্টা কীর্তন চলতেই থাকত। সুতরাং সেখানে তিনি ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

নিত্যানন্দ প্রভু ধর্মের প্রতিষ্ঠা করলেন এবং সর্বত্র ধর্মপ্রচার করলেন, এইটি হলো নিত্যানন্দ প্রভুর করুণা। তিনি দীনবন্ধু। তিনি করুণাসিন্ধু। সেইজন্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর গানে বলেছেন—

নদীয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন।
পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ।।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে জিবিসি গভর্নিং বডি কমিশনার এবং প্রচারকের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

পাত্রাপাত্র বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায় তাঁহা করে প্রেমদান।।
(চৈ চ আদি ৭।২৩)

ভগবানের প্রেমভক্তি বিতরণের ক্ষেত্রে চৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর পার্ষদবর্গ যোগ্য ও অযোগ্য পাত্রের বিচার করেননি, করেননি স্থানের বিচার। তাঁরা কোন বিধিও আরোপ করেননি। যেখানেই তাঁরা সুযোগ পেয়েছেন পঞ্চতত্ত্ব পাত্রগণ ভগবানের প্রেমভক্তি বিতরণ করেছেন। বৈষম্য ব্যতিরেকে সর্বত্র কৃষ্ণপ্রেম বিতরিত হয়েছিল। নিত্যানন্দ প্রভু সর্বত্র কৃষ্ণপ্রেম বিলিয়েছিলেন। সেইজন্য একদা যখন নিত্যানন্দ প্রভু পানিহাটিতে ছিলেন সেখানে রঘুনাথ দাস এসেছিলেন এবং তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর বিশেষ করুণা লাভ করেন। যখন রঘুনাথ দাস এসেছিলেন, নিত্যানন্দ প্রভু সেই সময় গঙ্গাতীরে তাঁর ছাত্রবর্গকে নিয়ে বসেছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু জিজ্ঞাসা করেন রঘুনাথ দাস এসেছে কিনা, কেউ একজন বলে হ্যাঁ তিনি লুকিয়ে পিছনে বসে আছেন। রঘুনাথ দাস আসতেই নিত্যানন্দ প্রভু তাঁর শ্রীচরণপদ্ম তার মস্তকের উপর স্থাপন করে তাকে আশীর্বাদ প্রদান করেন। এবং এও বলেন যে তুমি একজন চোর, আমি তোমাকে শাস্তিপ্রদান করবো, তোমাকে সকল ভক্তজনকে দইচিড়া ভোজন করাতে হবে। রঘুনাথ দাস সেই সেবাটি করেন এবং এইরূপে তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করেন।

নিত্যানন্দ প্রভু জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করেছিলেন। আপনারা কাহিনীটি জানেন, যখন জগাই মাধাইয়ের মধ্যে কেউ নিত্যানন্দ প্রভুর দিকে পাথর ছুঁড়ে ছিল এবং তিনি আহত হয়েছিলেন। যে মুহূর্তে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শুনলেন যে নিত্যানন্দ প্রভু আহত হয়েছেন, তিনি অবিলম্বে সুদর্শন চক্রকে আহ্বান করলেন এবং চক্র সেখানে এলেন। এরপরেই বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্, তিনি দৈত্য-নিধনের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু কে তাদের প্রাণ বাঁচালো? তিনি হলেন নিত্যানন্দ প্রভু। তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে স্মরণ করালেন, হে প্রভু, এই কলিযুগে এই প্রকার অস্ত্র দ্বারা আপনি অনর্থ নিবৃত্তি করতে পারবেন না। জগাই ও মাধাই এই সমস্তই শুনছিলেন এবং তারপর জগাই মাধাই গুরু নিত্যানন্দের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। অতঃপর তারা বলেন আমরা সকল পাপকর্ম পরিত্যাগ করে দিব্যনাম জপ করব। আমরা চার নিয়ম পালন করবো, নেশা, অবৈধ যৌনসঙ্গ ও আমিষাহার পরিত্যাগ করে আমরা শুধুই জপ ও কীর্তন করব।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।
দীন-হীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল,
তার সাক্ষী জগাই মাধাই।

ভগবানের দিব্যনাম দীন হীন সকল জীবকে উদ্ধার করে। দুই পাপী জগাই ও মাধাই তার প্রমাণ।

এটি হলো গৌরাঙ্গ এবং নিত্যানন্দ প্রভুর দলগত প্রয়াস। যখন আমরা প্রচারে যাই আমাদের দুই প্রকার পদক্ষেপ নিতে হবে, কোমল এবং দৃঢ়। এরূপে প্রচার করতে হবে। এই জগাই মাধাই উদ্ধারে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন বজ্রসম কঠোর এবং কঠিন। তিনি তাঁর চক্র ব্যবহার করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কোমল স্বভাব নিত্যানন্দ প্রভুর করুণা জগাই মাধাইকে রক্ষা করল। নিত্যানন্দ প্রভু মহিমান্বিত হউন।

আজ নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নেই এমন নয়। তিনি আজও এই নবদ্বীপে আছেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভু তাঁদের লীলা করেই চলেছেন। ভাগ্যবান যারা

তারা সেই গৌরলীলা এবং নিত্যানন্দলীলা দর্শন পান।

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনে ইসকন প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং এমন কার্য হয়েই চলেছে । বহু জগাই মাধাই সমগ্র পৃথিবীব্যাপী উদ্ধার হয়ে চলেছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুই এর পশ্চাতে রয়েছেন। এই আন্দোলন এত কিছু করছে, এটি শুধুমাত্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুই করছেন। এই সংকীর্তন সেনার সেনাপতি ভক্ত শ্রীল প্রভুপাদ হলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হাতিয়ার। পতিত জীবদের উদ্ধারের কাজ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুই করছেন এবং ভক্তরা শুধুমাত্র যন্ত্রস্বরূপ।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুর ও নিত্যানন্দ প্রভুকে যে নির্দেশ প্রদান করেছিলেন তা আমাদেরও প্রদান করা হয়েছে। সেইজন্য সকল প্রচার পরিকল্পনাই নিত্যানন্দ প্রভুর আজ্ঞাক্রমে হয়ে চলেছে। তিনিই হলেন প্রকৃত আধ্যাত্মিক গুরু এবং তাঁর দ্বারাই সকল প্রচার কার্য হচ্ছে।

যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ।।
(চৈ চ মধ্য ৭।২৮)

"ভগবদ্গীতা এবং ভাগবতমে যেভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ প্রদত্ত হয়েছে তা প্রত্যেককে অনুসরণ করার শিক্ষা দাও। এইরূপে গুরু হয়ে এই দেশের প্রতিজনকে উদ্ধার করার প্রচেষ্টা কর।"

তিনি আমাদের আদি আধ্যাত্মিক গুরু। কলিযুগে ভগবানের দিব্যনাম প্রচারের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হলো, হরিনাম সংকীর্তন।

হরের্নাম হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।

যে প্রচার কার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সূচনা করেছিলেন এবং নিত্যানন্দ প্রভু তার বিকাশ করেন, অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ তার রূপদান করেন, আর আমাদের তা এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচারিত হইবে মোর নাম।।

ভগবানের নাম প্রচার কর। হৃদয়ে করুণা বা সহানুভূতি না থাকলে কেউ প্রচার করতে পারে না। নিত্যানন্দ প্রভু এই সকল গুণের আধার স্বরূপ ছিলেন। তিনি ছিলেন করুণাসিন্ধু। নিতাই গুণমনি আমার।

যখন জীব গোস্বামী নবদ্বীপে এলেন তিনি সোজা শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহে অবস্থান করছিলেন এবং তিনি জীব গোস্বামীর ধামগুরু হলেন এবং নবদ্বীপমণ্ডল পরিক্রমা করালেন, তিনি নবদ্বীপের সকল স্থানের প্রকাশ ঘটালেন। নিত্যানন্দ প্রভু জীব গোস্বামীর নিকট সকল লীলাস্থলীর বর্ণনা করলেন এবং কেউ যদি এরূপ পরিক্রমা করে তবে তা সমগ্র জগতকে ত্রাণ করবে।

সেইজন্য বারংবার আমরা শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণকমলে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের উপর তাঁর করুণা বর্ষণ করেন এবং শুধু আমাদের উপর নয় বরং সমগ্র বিশ্বের উপর তাঁর করুণা বর্ষণ হওয়া উচিত। যাতে করোনা আক্রান্ত মানুষেরা নিত্যানন্দ প্রভুর করুণা লাভ করে। যেই নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা লাভ করে, প্রচার করা তার একান্ত কর্তব্য।

সকল আচার্যবর্গই শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর পক্ষ হতে প্রচার করেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর পক্ষ হতেই প্রচার করেছেন, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর পক্ষ হতে প্রচার করেছেন, শ্রীল প্রভুপাদও তাঁর পক্ষ হতেই প্রচার করেছেন এবং জয়পতাকা মহারাজ তাঁর পক্ষে হয়েই প্রচার করেন, ভক্তিচারু মহারাজও তাঁর পক্ষেই প্রচার করেছেন।

আমাদের সকলকে নিত্যানন্দ প্রভুর করুণা বিতরণ করতে হবে। কিভাবে? 'প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা, বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা।' এইরূপে অথবা 'যারে দেখ তারে কহ' কৃষ্ণ উপদেশ।' অথবা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র সংকীর্তন করে এবং গ্রন্থ বিতরণ ও প্রসাদ বিতরণ করে এবং শ্রবণ উৎসব ও জন্মাষ্টমী মহোৎসব, রাধাষ্টমী মহোৎসব, ঝুলন যাত্রা, কার্তিক যাত্রা, গৌর পূর্ণিমা উৎসবের মতো বিভিন্ন উৎসব পালন করে। নিত্যানন্দ প্রভু এবং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর

আপনাদের প্রশ্ন ও আমাদের উত্তর

প্রশ্ন ১। **আমি ত' জগতে বসি, জগত আমাতে।**
না আমি জগতে বসি, না আমা জগতে।।

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে (আদি ৫।৮৯) এই কথাগুলির অর্থ কি ?

—রসামৃতা রাধা দেবী দাসী, মুর্শিদাবাদ

উত্তর ঃ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলেছেন।

১) আমি ত' জগতে বসি—আমি এই জড় জগতে অবস্থিত। অর্থাৎ, ভগবানের অস্তিত্ব ছাড়া এই দৃশ্যমান জড় জগতে কোন অধিষ্ঠানের সম্ভাবনা হয় না। ভগবানের অধ্যক্ষতায় জগৎ চলে। পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছা শক্তি দ্বারা সক্রিয় না হলে কোন কিছুরই অস্তিত্ব সম্ভব নয়।

২) জগত আমাতে—এই জড়জগৎ আমাতে অবস্থিত। অর্থাৎ, সমগ্র জগৎ ভগবানের শক্তিকে আশ্রয় করে বিরাজ করছে। ভগবানের ইচ্ছা শক্তির দ্বারা সক্রিয় হয়ে এই জগৎ অস্তিত্বশীল।

৩) না আমি জগতে বসি—আমি এই জড় জগতে অবস্থিত নই। অর্থাৎ, ভগবান যখন জড় জগতে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিকে নিয়ে আবির্ভূত হন। জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন না। জগৎ-সংসারের সুখের কিংবা দুঃখের ভাগীদারও তিনি নন, অসংখ্য কোটি কোটি জগৎ সৃষ্টি হলেও কি, ধ্বংস হলেও কি, ভগবানের তাতে কোনও লাভ-ক্ষতি নেই।

৪) না আমা জগতে—জড় জগতও আমাতে অবস্থিত নয়। অর্থাৎ, এই জড় জগতে সমস্ত দ্রব্য, ত্রিগুণময়ী জড়া প্রকৃতি কখনই ভগবানের সঙ্গে এক নয়। জড় জগতে জীবেরও নিজস্ব স্বাধীনতা আছে। তারা ভগবানকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়েও থাকতে পারে।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। মেঘ আকাশের আশ্রয়ে থাকে। আকাশ মেঘের মধ্যেও। আকাশ না থাকলে মেঘ থাকতে পারে না। মেঘের গমনাগমন আকাশের মধ্যেই। মেঘের তর্জন গর্জন আকাশের মধ্যেই। কিন্তু আকাশ মেঘ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কালো মেঘ সাদা মেঘ যাই হোক না কেন আকাশ তাতে নির্লিপ্ত।

একবার ভগবান বলছেন, 'আমি জগতে আছি' আবার একই সঙ্গে বলছেন, 'আমি জগতে নেই।' এটিই ভগবানের অচিন্ত্য চমৎকারী গুণ। যখন শিশু কৃষ্ণ মাটি খাচ্ছিল, অন্য মায়েরা তখন যশোদারানীকে বলেন, কৃষ্ণ মুখে মাটি পুরেছে। মা যশোদা কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই মাটি খেয়েছিস ?' শিশু কৃষ্ণ মাথা নাড়িয়ে বলে, 'আমি মাটি খাইনি।' মা বললেন, 'ঠিক আছে, মাটি খাওনি যখন বলছো, তবে মুখ খোলো, হাঁ করো, দেখি, মাটি খেয়েছো, কি খাওনি।' শিশুটি মায়ের সামনে মুখ হাঁ করলো। মুখের ভেতরে দেখা গেল অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড। এবার মাটি দেখতে গিয়ে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন হলো, মা যশোদা তখন কি করবেন, কাপড়ের আঁচল দিয়ে শিশুপুত্রের মুখের ব্রহ্মাণ্ডগুলোকে বার করে আনবেন ? না, কি করবেন ? মাটি মানে এক ছোট্ট চামচ পরিমাণ ধুলো হবার কথা। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাটি ছাড়া আর কি ? কিন্তু এরকম পরিস্থিতিতে 'কৃষ্ণ মাটি খেয়েছে কি না' সেইরকম কোনও প্রশ্নের উত্তর হয় না। কারণ, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যার মুখের ভেতর সৃষ্টি স্থিতি ও ধ্বংস হচ্ছে, সে মাটি খেলো, কি নাই খেলো, সেই অনুসন্ধান করে কোন লাভ নেই। বরং প্রশ্নটি দাঁড়ালো যে, এই শিশুটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ? না কি ব্রহ্মাণ্ডগুলো ওই শিশুটির মধ্যে ?

এবার উত্তরটি দাঁড়ালো যে, কৃষ্ণের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কৃষ্ণ—এই দুই কথা সত্য হয়েও কৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছু থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের কোনও কিছুতেই প্রভাবিত নন।

প্রশ্নোত্তরে ঃ **সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বৈষ্ণব পঞ্জিকা

***** ৫৩৫ গৌরাব্দ *****

২০২১–২০২২ খ্রিস্টাব্দ, ১৪২৭–১৪২৮ বঙ্গাব্দ

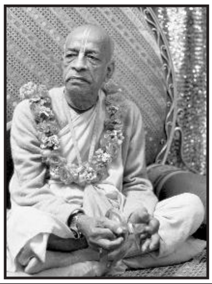

২৯ মার্চ (২০২১ খ্রিঃ) ১৫ চৈত্র ১ বিষ্ণু সোমবার প্রতিপদ ঃ শ্রীল জগন্নাথ মিশ্রের আনন্দ উৎসব।

৪ এপ্রিল ২১ চৈত্র ৭ বিষ্ণু রবিবার অষ্টমী ঃ শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিতের আবির্ভাব তিথি।

৭ এপ্রিল ২৪ চৈত্র ১০ বিষ্ণু বুধবার কৃষ্ণা একাদশী ঃ পাপমোচনী একাদশীর উপবাস।

৮ এপ্রিল ২৫ চৈত্র ১১ বিষ্ণু বৃহস্পতিবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ সকাল ৮-৪৩ থেকে ৯-৩৩ মধ্যে। শ্রীল গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের তিরোভাব তিথি। অগ্রদ্বীপ মেলা।

১২ এপ্রিল ২৯ চৈত্র ১৫ বিষ্ণু সোমবার অমাবস্যা।

১৪ এপ্রিল ৩১ চৈত্র ১৭ বিষ্ণু বুধবার দ্বিতীয়া ঃ মেষ সংক্রান্তি। তুলসী-শালগ্রামে জলধারা দান আরম্ভ।

১৫ এপ্রিল ১ বৈশাখ (নববর্ষ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ) ১৮ বিষ্ণু বৃহস্পতিবার তৃতীয়া ঃ

১৭ এপ্রিল ৩ বৈশাখ ২০ বিষ্ণু শনিবার পঞ্চমী ঃ শ্রীল রামানুজ আচার্যের আবির্ভাব তিথি।

২১ এপ্রিল ৭ বৈশাখ ২৪ বিষ্ণু বুধবার নবমী ঃ শ্রীরামনবমী মহোৎসব। দুপুর পর্যন্ত উপবাস।

২৩ এপ্রিল ৯ বৈশাখ ২৬ বিষ্ণু শুক্রবার শুক্লা একাদশী ঃ কামদা একাদশীর উপবাস। শ্রীমদ্ জয়পতাকা স্বামী মহারাজের আবির্ভাব তিথি।

২৪ এপ্রিল ১০ বৈশাখ ২৭ বিষ্ণু শনিবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৫-০৮ থেকে সকাল ৯-২৫ মধ্যে। দমনক রোপন দ্বাদশী।

২৭ এপ্রিল ১৩ বৈশাখ ৩০ বিষ্ণু মঙ্গলবার পূর্ণিমা ঃ শ্রীবলরামের রাসযাত্রা। শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত রাস। শ্রীল বংশীবদন ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি। শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর আবির্ভাব তিথি।

৩ মে ১৯ বৈশাখ ৬ মধুসূদন সোমবার সপ্তমী ঃ শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের তিরোভাব তিথি।

৬ মে ২২ বৈশাখ ৯ মধুসূদন বৃহস্পতিবার দশমী ঃ শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের তিরোভাব তিথি।

৭ মে ২৩ বৈশাখ ১০ মধুসূদন শুক্রবার কৃষ্ণা একাদশী ঃ বরুথিনী একাদশীর উপবাস।

৮ মে ২৪ বৈশাখ ১১ মধুসূদন শনিবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৪-৫৮ থেকে সকাল ৯-২১ মধ্যে।

১১ মে ২৭ বৈশাখ ১৪ মধুসূদন মঙ্গলবার অমাবস্যা ঃ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর আবির্ভাব তিথি।

১৪ মে ৩০ বৈশাখ ১৭ মধুসূদন শুক্রবার দ্বিতীয়া ঃ তুলসী-শালগ্রামে জলধারা দান সমাপ্ত।

১৫ মে ৩১ বৈশাখ ১৮ মধুসূদন শনিবার তৃতীয়া ঃ অক্ষয় তৃতীয়া। শ্রীকৃষ্ণের চন্দন যাত্রা আরম্ভ। একুশ দিন পর্যন্ত চলবে। শ্রীকৃষ্ণের নৌকা বিহার। বৃষভ সংক্রান্তি।

১৯ মে ৪ জ্যৈষ্ঠ ২২ মধুসূদন বুধবার সপ্তমী ঃ জহ্নু সপ্তমী।

২১ মে ৬ জ্যৈষ্ঠ ২৪ মধুসূদন শুক্রবার নবমী ঃ শ্রীরামশক্তি সীতাদেবীর আবির্ভাব তিথি। শ্রীমতী জাহ্নবাদেবীর আবির্ভাব তিথি। শ্রীল মধু পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি।

২৩ মে ৮ জ্যৈষ্ঠ ২৬ মধুসূদন রবিবার শুক্লা একাদশী ঃ মোহিনী একাদশীর উপবাস। ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী।

২৪ মে ৯ জ্যৈষ্ঠ ২৭ মধুসূদন সোমবার ত্রয়োদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৪-৫১ থেকে সকাল ৯-১৯ মধ্যে। শ্রীরুক্মিনী দ্বাদশী। শ্রীজয়ানন্দ প্রভুর তিরোভাব তিথি।

২৫ মে ১০ জ্যৈষ্ঠ ২৮ মধুসূদন মঙ্গলবার চতুর্দশী ঃ শ্রীনৃসিংহ চতুর্দশী ব্রত। সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস।

২৬ মে ১১ জ্যৈষ্ঠ ২৯ মধুসূদন বুধবার পূর্ণিমা ঃ শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোল ও সলিল বিহার। শ্রীশ্রীরাধারমণদেবের আবির্ভাব তিথি। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্যের আবির্ভাব তিথি। শ্রীল পরমেশ্বরী দাস ঠাকুরের তিরোভাব তিথি।

৩০ মে ১৫ জ্যৈষ্ঠ ৪ ত্রিবিক্রম রবিবার পঞ্চমী ঃ শ্রীরামানন্দ রায়ের তিরোভাব তিথি।

৬ জুন ২২ জ্যৈষ্ঠ ১১ ত্রিবিক্রম রবিবার কৃষ্ণা একাদশী ঃ

অপরা একাদশীর উপবাস।

৭ জুন ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২ ত্রিবিক্রম সোমবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৪-৪৯ থেকে সকাল ৮-৫১ মধ্যে। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি।

১০ জুন ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৫ ত্রিবিক্রম বৃহস্পতিবার অমাবস্যা।

১৫ জুন ৩১ জ্যৈষ্ঠ ২০ ত্রিবিক্রম মঙ্গলবার পঞ্চমী ঃ মিথুন সংক্রান্তি।

১৬ জুন ১ আষাঢ় ২১ ত্রিবিক্রম বুধবার ষষ্ঠী ঃ

২০ জুন ৫ আষাঢ় ২৫ ত্রিবিক্রম রবিবার দশমী ঃ শ্রীগঙ্গা পূজা। শ্রীমতী গঙ্গামাতা গোস্বামিনীর আবির্ভাব তিথি। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের তিরোভাব তিথি।

২১ জুন ৬ আষাঢ় ২৬ ত্রিবিক্রম সোমবার শুক্লা একাদশী ঃ পাণ্ডবা নির্জলা একাদশীর পূর্ণ উপবাস।

২২ জুন ৭ আষাঢ় ২৭ ত্রিবিক্রম মঙ্গলবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৪-৫১ থেকে সকাল ৯-২২ মধ্যে।

২৩ জুন ৮ আষাঢ় ২৮ ত্রিবিক্রম বুধবার ত্রয়োদশী ঃ পানিহাটি চিড়াদধি মহোৎসব।

২৪ জুন ৯ আষাঢ় ২৯ ত্রিবিক্রম বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা ঃ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা। শ্রীল মুকুন্দ দত্তের তিরোভাব তিথি। শ্রীল শ্রীধর পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি।

২৫ জুন ১০ আষাঢ় ১ বামন শুক্রবার প্রতিপদ ঃ শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর তিরোভাব তিথি।

২৯ জুন ১৪ আষাঢ় ৫ বামন মঙ্গলবার পঞ্চমী ঃ শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের আবির্ভাব তিথি।

৪ জুলাই ১৯ আষাঢ় ১০ বামন রবিবার দশমী ঃ শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি।

৫ জুলাই ২০ আষাঢ় ১১ বামন সোমবার কৃষ্ণা একাদশী ঃ যোগিনী একাদশীর উপবাস।

৬ জুলাই ২১ আষাঢ় ১২ বামন মঙ্গলবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৫-১১ থেকে সকাল ৯-২৫ মধ্যে।

১০ জুলাই ২৫ আষাঢ় ১৬ বামন শনিবার অমাবস্যা ঃ শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব তিথি। দুপুর পর্যন্ত উপবাস।

১১ জুলাই ২৬ আষাঢ় ১৭ বামন রবিবার প্রতিপদ ঃ শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির মার্জন।

১২ জুলাই ২৭ আষাঢ় ১৮ বামন সোমবার দ্বিতীয়া ঃ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসব। শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামীর তিরোভাব তিথি। শ্রীল শিবানন্দ সেনের তিরোভাব তিথি।

১৬ জুলাই ৩১ আষাঢ় ২২ বামন শুক্রবার ষষ্ঠী ঃ হেরা পঞ্চমী। শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি। কর্কট সংক্রান্তি।

২০ জুলাই ৪ শ্রাবণ ২৬ বামন মঙ্গলবার শুক্লা একাদশী ঃ শয়ন একাদশীর উপবাস। শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা (উল্টো রথ)।

২১ জুলাই ৫ শ্রাবণ ২৭ বামন বুধবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৫-০১ থেকে সকাল ৯-২৯ মধ্যে।

২৪ জুলাই ৮ শ্রাবণ ৩০ বামন শনিবার পূর্ণিমা ঃ গুরু (ব্যাস) পূর্ণিমা। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর তিরোভাব তিথি। চাতুর্মাস্য ব্রত আরম্ভ। একমাস শাক আহার নিষিদ্ধ।

২৮ জুলাই ১২ শ্রাবণ ৪ শ্রীধর বুধবার পঞ্চমী ঃ শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব তিথি।

১ আগস্ট ১৬ শ্রাবণ ৮ শ্রীধর রবিবার অষ্টমী ঃ শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর তিরোভাব তিথি।

২ আগস্ট ১৭ শ্রাবণ ৯ শ্রীধর সোমবার নবমী ঃ নিউইয়র্কে ইসকনের প্রতিষ্ঠা দিবস।

৪ আগস্ট ১৯ শ্রাবণ ১১ শ্রীধর বুধবার কৃষ্ণা একাদশী ঃ কামিকা একাদশীর উপবাস।

৫ আগস্ট ২০ শ্রাবণ ১২ শ্রীধর বৃহস্পতিবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৫-০৮ থেকে সকাল ৯-৩০ মধ্যে।

৮ আগস্ট ২৩ শ্রাবণ ১৫ শ্রীধর রবিবার অমাবস্যা।

১২ আগস্ট ২৭ শ্রাবণ ১৯ শ্রীধর বৃহস্পতিবার চতুর্থী ঃ শ্রীল বংশীদাস বাবাজীর তিরোভাব তিথি। শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের তিরোভাব তিথি।

১৭ আগস্ট ৩২ শ্রাবণ ২৪ শ্রীধর মঙ্গলবার নবমী ঃ সিংহ সংক্রান্তি।

১৮ আগস্ট ১ ভাদ্র ২৫ শ্রীধর বুধবার শুক্লা একাদশী ঃ পবিত্রারোপনী একাদশীর উপবাস। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা আরম্ভ।

১৯ আগস্ট ২ ভাদ্র ২৬ শ্রীধর বৃহস্পতিবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ সকাল ৬-৩৫ থেকে ৯-৩১ মধ্যে। শ্রীল রূপ গোস্বামীর তিরোভাব তিথি। শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি।

২২ আগস্ট ৫ ভাদ্র ২৯ শ্রীধর রবিবার পূর্ণিমা ঃ শ্রীবলরামের আবির্ভাব মহোৎসব। দুপুর পর্যন্ত উপবাস। ঝুলন যাত্রা সমাপ্ত। চাতুর্মাস্যের দ্বিতীয় মাস আরম্ভ। একমাস দই আহার নিষিদ্ধ।

২৩ আগস্ট ৬ ভাদ্র ১ হৃষীকেশ সোমবার প্রতিপদ ঃ শ্রীল প্রভুপাদের আমেরিকা যাত্রা।

৩০ আগস্ট ১৩ ভাদ্র ৮ হৃষীকেশ সোমবার অষ্টমী ঃ শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী মহোৎসব। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত উপবাস।

৩১ আগস্ট ১৪ ভাদ্র ৯ হৃষীকেশ মঙ্গলবার নবমী ঃ শ্রীনন্দোৎসব। শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব মহোৎসব।

৩ সেপ্টেম্বর ১৭ ভাদ্র ১২ হৃষীকেশ শুক্রবার কৃষ্ণা একাদশী ঃ অন্নদা একাদশীর উপবাস।

৪ সেপ্টেম্বর ১৮ ভাদ্র ১৩ হৃষীকেশ শনিবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ বোর ৫-১৯ থেকে সকাল ৮-২৬ মধ্যে।

৭ সেপ্টেম্বর ২১ ভাদ্র ১৬ হৃষীকেশ মঙ্গলবার অমাবস্যা।

১১ সেপ্টেম্বর ২৫ ভাদ্র ২০ হৃষীকেশ শনিবার পঞ্চমী ঃ শ্রীঅদ্বৈতপত্নী শ্রীসীতা ঠাকুরানীর আবির্ভাব তিথি।

১৪ সেপ্টেম্বর ২৮ ভাদ্র ২৩ হৃষীকেশ মঙ্গলবার অষ্টমী ঃ শ্রীরাধাষ্টমী ব্রত মহোৎসব। দুপুর পর্যন্ত উপবাস।

১৭ সেপ্টেম্বর ৩১ ভাদ্র ২৬ হৃষীকেশ শুক্রবার শুক্লা একাদশী ঃ পার্শ্ব একাদশীর উপবাস। দুপুর পর্যন্ত উপবাস। কন্যা সংক্রান্তি। বিশ্বকর্মা পূজা। শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের আবির্ভাব দিবস।

১৮ সেপ্টেম্বর ১ আশ্বিন ২৭ হৃষীকেশ শনিবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৫-২৩ থেকে সকাল ৬-৫৬ মধ্যে। শ্রীবামন দ্বাদশী। শ্রীল জীব গোস্বামীর আবির্ভাব তিথি।

১৯ সেপ্টেম্বর ২ আশ্বিন ২৮ হৃষীকেশ রবিবার ত্রয়োদশী ঃ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি। দুপুর পর্যন্ত উপবাস।

২০ সেপ্টেম্বর ৩ আশ্বিন ২৯ হৃষীকেশ সোমবার চতুর্দশী ঃ শ্রীঅনন্ত চতুর্দশী ব্রত। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্যাণ তিথি।

২১ সেপ্টেম্বর ৪ আশ্বিন ৩০ হৃষীকেশ মঙ্গলবার পূর্ণিমা ঃ শ্রীবিশ্বরূপ মহোৎসব। শ্রীল প্রভুপাদের সন্ন্যাস দিবস। চাতুর্মাস্যের তৃতীয় মাস আরম্ভ। একমাস দুধ আহার নিষিদ্ধ।

২৮ সেপ্টেম্বর ১১ আশ্বিন ৭ পদ্মনাভ মঙ্গলবার সপ্তমী ঃ শ্রীল প্রভুপাদের আমেরিকায় পদার্পণ।

২ অক্টোবর ১৫ আশ্বিন ১১ পদ্মনাভ শনিবার কৃষ্ণা একাদশী ঃ ইন্দিরা একাদশীর উপবাস।

৩ অক্টোবর ১৬ আশ্বিন ১২ পদ্মনাভ রবিবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৫-২৮ থেকে সকাল ৯-২৬ মধ্যে।

৬ অক্টোবর ১৯ আশ্বিন ১৫ পদ্মনাভ বুধবার অমাবস্যা ঃ মহালয়া।

১২ অক্টোবর ২৫ আশ্বিন ২১ পদ্মনাভ মঙ্গলবার সপ্তমী ঃ শ্রীদুর্গাপূজা।

১৫ অক্টোবর ২৮ আশ্বিন ২৪ পদ্মনাভ শুক্রবার দশমী ঃ বিজয়া দশমী। শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব। শ্রীল মধ্বাচার্যের আবির্ভাব তিথি।

১৬ অক্টোবর ২৯ আশ্বিন ২৫ পদ্মনাভ শনিবার শুক্লা একাদশী ঃ পাশাঙ্কুশা একাদশীর উপবাস।

১৭ অক্টোবর ৩০ আশ্বিন ২৬ পদ্মনাভ রবিবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৫-৩৪ থেকে সকাল ৯-২৫ মধ্যে। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর তিরোভাব তিথি। শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব তিথি। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব তিথি। তুলা সংক্রান্তি।

২০ অক্টোবর ৩ কার্তিক ২৯ পদ্মনাভ বুধবার পূর্ণিমা ঃ শ্রীকৃষ্ণের শারদীয়া রাসযাত্রা। শ্রীলক্ষ্মী পূজা। শ্রীদামোদরকে প্রদীপ দান আরম্ভ। শ্রীল মুরারী গুপ্ত ঠাকুরের তিরোভাব তিথি। চাতুর্মাস্যের চতুর্থ মাস আরম্ভ। একমাস মাষকলাই ডাল আহার নিষিদ্ধ।

২৬ অক্টোবর ৯ কার্তিক ৬ দামোদর মঙ্গলবার পঞ্চমী ঃ শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের তিরোভাব তিথি।

২৯ অক্টোবর ১২ কার্তিক ৯ দামোদর শুক্রবার অষ্টমী ঃ শ্রীরাধাকুণ্ডের আবির্ভাব তিথি। বহুলাষ্টমী।

৩০ অক্টোবর ১৩ কার্তিক ১০ দামোদর শনিবার নবমী ঃ শ্রীল বীরচন্দ্র প্রভুর আবির্ভাব তিথি।

১ নভেম্বর ১৫ কার্তিক ১২ দামোদর সোমবার কৃষ্ণা একাদশী ঃ রমা একাদশীর উপবাস।

২ নভেম্বর ১৬ কার্তিক ১৩ দামোদর মঙ্গলবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৫-৪২ থেকে সকাল ৯-২৭ মধ্যে।

৫ নভেম্বর ১৯ কার্তিক ১৬ দামোদর শুক্রবার প্রতিপদ ঃ গোপূজা, গোবর্ধন পূজা। দীপাবলী। কালীপূজা।

বলীদৈত্যরাজ পূজা। শ্রীল রসিকানন্দ ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি।

৬ নভেম্বর ২০ কার্তিক ১৭ দামোদর শনিবার দ্বিতীয়া ঃ শ্রীল বাসুদেব ঘোষের তিরোভাব তিথি। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

৮ নভেম্বর ২২ কার্তিক ১৯ দামোদর সোমবার চতুর্থী ঃ শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের তিরোভাব তিথি। দুপুর পর্যন্ত উপবাস।

১২ নভেম্বর ২৬ কার্তিক ২৩ দামোদর শুক্রবার অষ্টমী ঃ গোপাষ্টমী, গোষ্ঠাষ্টমী। শ্রীল গদাধর দাস গোস্বামীর তিরোভাব তিথি। শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্যের তিরোভাব তিথি।

১৩ নভেম্বর ২৭ কার্তিক ২৪ দামোদর শনিবার দশমী ঃ শ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা।

১৫ নভেম্বর ২৯ কার্তিক ২৬ দামোদর সোমবার শুক্লা একাদশী ঃ উত্থান একাদশীর উপবাস। ভীষ্ম পঞ্চক ব্রত আরম্ভ। শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজীর তিরোভাব তিথি। দুপুর পর্যন্ত উপবাস।

১৬ নভেম্বর ৩০ কার্তিক ২৭ দামোদর মঙ্গলবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৫-৫১ থেকে সকাল ৮-০৪ মধ্যে। বৃশ্চিক সংক্রান্তি।

১৮ নভেম্বর ২ অগ্রহায়ণ ২৯ দামোদর বৃহস্পতিবার চতুর্দশী ঃ শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামীর তিরোভাব তিথি। শ্রীল কাশীশ্বর পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি। শ্রীল কাশীশ্বর পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি।

১৯ নভেম্বর ৩ অগ্রহায়ণ ৩০ দামোদর শুক্রবার পূর্ণিমা ঃ শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা। তুলসী-শালগ্রাম বিবাহ। শ্রীল নিম্বার্ক আচার্যের আবির্ভাব তিথি। চাতুর্মাস্য ব্রত সমাপ্ত। শ্রীদামোদরকে প্রদাপ দান সমাপ্ত। ভীষ্ম পঞ্চক ব্রত সমাপ্ত।

২০ নভেম্বর ৪ অগ্রহায়ণ ১ কেশব শনিবার প্রতিপদ ঃ শ্রীকাত্যায়নী ব্রত আরম্ভ।

৩০ নভেম্বর ১৪ অগ্রহায়ণ ১১ কেশব মঙ্গলবার কৃষ্ণা একাদশী ঃ উৎপন্না একাদশীর উপবাস। শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব তিথি।

১ ডিসেম্বর ১৫ অগ্রহায়ণ ১২ কেশব বুধবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ সকাল ৭-৩৭ থেকে ৯-৩৭ মধ্যে। শ্রীল কালীয় কৃষ্ণদাসের তিরোভাব তিথি।

২ ডিসেম্বর ১৬ অগ্রহায়ণ ১৩ কেশব বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশী ঃ শ্রীল সারঙ্গ ঠাকুরের তিরোভাব তিথি।

৪ ডিসেম্বর ১৮ অগ্রহায়ণ ১৫ কেশব শনিবার অমাবস্যা।

৯ ডিসেম্বর ২৩ অগ্রহায়ণ ২০ কেশব বৃহস্পতিবার ষষ্ঠী ঃ ওড়ণ ষষ্ঠী। শ্রীমৎ ভক্তিস্বরূপ দামোদর মহারাজের আবির্ভাব তিথি।

১৪ ডিসেম্বর ২৮ অগ্রহায়ণ ২৫ কেশব মঙ্গলবার শুক্লা একাদশী ঃ মোক্ষদা একাদশীর উপবাস। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা জয়ন্তী।

১৫ ডিসেম্বর ২৯ অগ্রহায়ণ ২৬ কেশব বুধবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ সকাল ৬-১৪ থেকে ৯-৪৪ মধ্যে।

১৬ ডিসেম্বর ৩০ অগ্রহায়ণ ২৭ কেশব বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশী ঃ ধনু সংক্রান্তি।

১৯ ডিসেম্বর ৩ পৌষ ৩০ কেশব রবিবার পূর্ণিমা ঃ শ্রীকাত্যায়নী ব্রত সমাপ্ত।

২৩ ডিসেম্বর ৭ পৌষ ৪ নারায়ণ বৃহস্পতিবার চতুর্থী ঃ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের তিরোভাব তিথি। দুপুর পর্যন্ত উপবাস।

৩০ ডিসেম্বর ১৪ পৌষ ১১ নারায়ণ বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা একাদশী ঃ সফলা একাদশীর উপবাস। শ্রীল দেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি।

৩১ ডিসেম্বর ১৫ পৌষ ১২ নারায়ণ শুক্রবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ সকাল ৬-১৭ থেকে ৯-৫২ মধ্যে।

১ জানুয়ারী (২০২২ খ্রিঃ) ১৬ পৌষ ১৩ নারায়ণ শনিবার ত্রয়োদশী ঃ শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের তিরোভাব। শ্রী উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব।

২ জানুয়ারী ১৭ পৌষ ১৪ নারায়ণ রবিবার অমাবস্যা।

৩ জানুয়ারী ১৮ পৌষ ১৫ নারায়ণ সোমবার প্রতিপদ ঃ শ্রীল লোচন দাস ঠাকুরের আবির্ভাব।

৫ জানুয়ারী ২০ পৌষ ১৭ নারায়ণ বুধবার তৃতীয়া ঃ শ্রীল জীব গোস্বামীর তিরোভাব তিথি। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি।

১৩ জানুয়ারী ২৮ পৌষ ২৫ নারায়ণ বৃহস্পতিবার শুক্লা একাদশী ঃ পুত্রদা একাদশীর উপবাস।

১৪ জানুয়ারী ২৯ পৌষ ২৬ নারায়ণ শুক্রবার দ্বাদশী ঃ

একাদশীর পারণ সকাল ৬-২০ থেকে ৯-৫৭ মধ্যে। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের আবির্ভাব তিথি। মকর সংক্রান্তি।

১৫ জানুয়ারী ১ মাঘ ২৭ নারায়ণ শনিবার ত্রয়োদশী ঃ গঙ্গাসাগর মেলা।

১৭ জানুয়ারী ৩ মাঘ ২৯ নারায়ণ সোমবার পূর্ণিমা ঃ শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যা অভিষেক।

২৩ জানুয়ারী ৯ মাঘ ৬ মাধব রবিবার পঞ্চমী ঃ শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর আবির্ভাব তিথি। শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজের তিরোভাব তিথি।

২৪ জানুয়ারী ১০ মাঘ ৭ মাধব সোমবার ষষ্ঠী ঃ শ্রীল জয়দেব গোস্বামীর তিরোভাব তিথি।

২৫ জানুয়ারী ১১ মাঘ ৮ মাধব মঙ্গলবার সপ্তমী ঃ শ্রীল লোচন দাস ঠাকুরের তিরোভাব তিথি।

২৮ জানুয়ারী ১৪ মাঘ ১১ মাধব শুক্রবার কৃষ্ণা একাদশী ঃ ষট্‌তিলা একাদশীর উপবাস।

২৯ জানুয়ারী ১৫ মাঘ ১২ মাধব শনিবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ সকাল ৬-১৭ থেকে ৯-৫৯ মধ্যে।

১ ফেব্রুয়ারী ১৮ মাঘ ১৫ মাধব মঙ্গলবার অমাবস্যা ।

৫ ফেব্রুয়ারী ২২ মাঘ ১৯ মাধব শনিবার পঞ্চমী ঃ শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত পঞ্চমী। শ্রী সরস্বতী পূজা। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব তিথি। শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির আবির্ভাব তিথি। শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আবির্ভাব তিথি। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের তিরোভাব তিথি।

৭ ফেব্রুয়ারী ২৪ মাঘ ২১ মাধব সোমবার সপ্তমী ঃ শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের আবির্ভাব মহোৎসব। দুপুর পর্যন্ত উপবাস।

৯ ফেব্রুয়ারী ২৬ মাঘ ২৩ মাধব বুধবার অষ্টমী ঃ ভীষ্মাষ্টমী।

১০ ফেব্রুয়ারী ২৭ মাঘ ২৪ মাধব বৃহস্পতিবার নবমী ঃ শ্রীল মধ্বাচার্যের তিরোভাব তিথি।

১১ ফেব্রুয়ারী ২৮ মাঘ ২৫ মাধব শুক্রবার দশমী ঃ শ্রীল রামানুজ আচার্যের তিরোভাব তিথি।

১২ ফেব্রুয়ারী ২৯ মাঘ ২৬ মাধব শনিবার শুক্লা একাদশী ঃ ভৈমী একাদশীর উপবাস। দুপুর পর্যন্ত উপবাস।

১৩ ফেব্রুয়ারী ৩০ মাঘ ২৭ মাধব রবিবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ সকাল ৬-১০ থেকে ৯-৫৭ মধ্যে। শ্রীবরাহ দ্বাদশী। কুম্ভ সংক্রান্তি।

১৪ ফেব্রুয়ারী ১ ফাল্গুন ২৮ মাধব সোমবার ত্রয়োদশী ঃ শ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী ব্রত মহোৎসব। দুপুর পর্যন্ত উপবাস।

১৬ ফেব্রুয়ারী ৩ ফাল্গুন ৩০ মাধব বুধবার পূর্ণিমা ঃ শ্রীকৃষ্ণের মধুর উৎসব। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি।

২১ ফেব্রুয়ারী ৮ ফাল্গুন ৫ গোবিন্দ সোমবার পঞ্চমী ঃ শ্রীল পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরের তিরোভাব তিথি। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি। দুপুর পর্যন্ত উপবাস। শ্রীল গৌরগোবিন্দ স্বামী মহারাজের তিরোভাব তিথি।

২৭ ফেব্রুয়ারী ১৪ ফাল্গুন ১১ গোবিন্দ রবিবার কৃষ্ণা একাদশী ঃ ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী। বিজয়া একাদশীর উপবাস।

২৮ ফেব্রুয়ারী ১৫ ফাল্গুন ১২ গোবিন্দ সোমবার ত্রয়োদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৫-৫৯ থেকে সকাল ৯-৫২ মধ্যে। শ্রীল ঈশ্বর পুরীপাদের তিরোভাব তিথি।

১ মার্চ ১৬ ফাল্গুন ১৩ গোবিন্দ মঙ্গলবার চতুর্দশী ঃ শ্রীশিবরাত্রি।

২ মার্চ ১৭ ফাল্গুন ১৪ গোবিন্দ বুধবার অমাবস্যা।

৩ মার্চ ১৮ ফাল্গুন ১৫ গোবিন্দ বৃহস্পতিবার প্রতিপদ ঃ শ্রীল রসিকানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব তিথি। শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজীর তিরোভাব তিথি। শ্রীমৎ তমালকৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব তিথি।

৬ মার্চ ২১ ফাল্গুন ১৮ গোবিন্দ রবিবার চতুর্থী ঃ শ্রীল পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরের আবির্ভাব।

১৪ মার্চ ২৯ ফাল্গুন ২৬ গোবিন্দ সোমবার শুক্লা একাদশী ঃ আমলকী ব্রত একাদশীর উপবাস।

১৫ মার্চ ৩০ ফাল্গুন ২৭ গোবিন্দ মঙ্গলবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৫-৪৫ থেকে সকাল ৯-৪৫ মধ্যে। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের তিরোভাব তিথি। শান্তিপুর উৎসব। মীন সংক্রান্তি।

১৮ মার্চ ৩ চৈত্র ৩০ গোবিন্দ শুক্রবার পূর্ণিমা ঃ শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি মহামহোৎসব। চন্দ্র উদয় পর্যন্ত উপবাস।

ফুলকপির খাস্তা কচুরী

উপকরণ ঃ ফুলকপি ১টি মাঝারি সাইজের। সেদ্ধ করা আলু ২টি মাঝারি সাইজের। ময়দা ৫০০ গ্রাম। নারকেল কোরা আধা কাপ। ঘি ১০০ গ্রাম। সাদা তেল পরিমাণ মতো। চীনা বাদাম ভাজা ছোট টুকরো করা ২ টেবিল-চামচ। কালো জিরা ১ চা-চামচ। গোটা সাদা জিরা ১ চা-চামচ। আদা কুচি ১ চা-চামচ। কিসমিস ১৫ গ্রাম। ধনেপাতা কুচি আধকাপ। লবণ ও চিনি আন্দাজ মতো। হিং ১ চিমটি। ৫টি শুকনো লঙ্কা ও ২ চা-চামচ জিরা একসাথে শুকনো কড়াইতে ভেজে গুঁড়ো করা (ভাজা মশলা গুঁড়ো)।

প্রস্তুত পদ্ধতি ঃ ফুলকপি গ্রেট করে নিন। একটা পাত্রে ময়দা, সেদ্ধ আলু, লবণ, কালোজিরা, ঘি মিশিয়ে নিন। প্রয়োজন মতো জল দিয়ে এই ময়দা মিশ্রণটা মেখে ঠেসে নিন। কুড়ি মিনিট মতো ঐ ঠেসা ময়দা রাখতে হবে।

উনানে কড়াই বসিয়ে, গরম হলে সাদা তেল একটুখানি দিয়ে তাতে গোটা জিরা ও হিং ফোড়ন দিন। তাতে গ্রেট করা ফুলকপি, আদা কুচি, লবণ, চিনি দিয়ে দুই-তিন মিনিট খুনতিতে নাড়াচাড়া করুন। তারপর কিসমিস, চীনাবাদাম কুচি, ধনেপাতা কুচি, ভাজা মশলা গুঁড়ো, নারকেল কোরা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। এটি পুর তৈরি হলো। এটি নামিয়ে নিয়ে ঠাণ্ডা হতে দিন।

কড়াইতে তেল গরম করুন। তারপর মাখানো ময়দা থেকে লেচি গড়ে নিন। এক একটা লেচি নিয়ে হাতের তালুতে বাটি বানিয়ে তার মধ্যে একটু পুর ভরে দিয়ে মুখটা বন্ধ করে দিন। ওটা একটু চ্যাপ্টা করে ডুবো তেলে ভেজে তুলে নিন।

টম্যাটো সসের সঙ্গে গরম গরম এই কচুরী শ্রীশ্রীগৌরনিতাইকে ভোগ নিবেদন করুন।

—রত্নাবলী গোপিকা দেবী দাসী

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জুনের ১৬টি প্রশ্নের

দ্বিতীয় প্রশ্নের প্রাথমিক আলোচনা

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী

হরে কৃষ্ণ, অর্জুনের দ্বিতীয় প্রশ্ন তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় নং শ্লোক। কেন এই রকম প্রশ্ন করেছেন অর্জুন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে সেই প্রশ্নের উত্তর আমাদের সকলের মঙ্গলের জন্য প্রদান করেছেন সেই বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করবো।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৯নং শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ''দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়' বুদ্ধিযোগ দ্বারা ভক্তি অনুশীলন করে সকাম কর্ম থেকে দূরে থাকো। এই উপদেশ শ্রবণ করে অর্জুন চিন্তা করেছিলেন ভালোই হলো বুদ্ধিযোগের দ্বারা আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করার মতো জঘন্য কর্ম থেকে দূরে থাকা উচিত। বুদ্ধিযোগকে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করার নামান্তর বলে বিবেচনা করেছিলেন অর্জুন এবং মনে করেছিলেন নির্জন অরণ্যে কৃচ্ছ্রসাধন ও তপশ্চর্যার জীবনযাপন করবেন। তিনি এও চিন্তা করেছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ আমাকে কিভাবে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে তা একই উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলেন।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।।

কূর্ম যেমন তার অঙ্গসমূহ তার কঠিন বরণের মধ্যে সংকুচিত করে, তেমনি যে ব্যক্তি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে প্রত্যাহার করতে পারেন, তাঁর চেতনা চিন্ময় জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। এছাড়াও তিনি আমাকে আরো বেশি করে সতর্ক থাকার জন্য বললেন,---''হে কৌন্তেয়! ইন্দ্রিয়সমূহ এতই বলবান এবং ক্ষোভকারী যে, তারা অতি যত্নশীল বিবেক সম্পন্ন পুরুষের মনকেও বলপূর্বক বিষয় অভিমুখে আকর্ষণ করে।''২।৬০ এভাবে আমার ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত হয়ে রাখার কথা বলেছেন এবং কর্মে নিযুক্ত না করার কথা বলেছেন। তাই অর্জুন মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কর্ম না করার জন্য, কারণ বুদ্ধিযোগকে কর্মত্যাগ বলে ধরে নিয়েছেন। ২।৭২নং শ্লোকে 'ব্রহ্ম স্থিতি' এর দ্বারা জড়জাগতিক কর্মময় জীবনকে বোঝায় না, বরং জড় বন্ধন মুক্ত জীবনকে বোঝায়। আর নির্বাণ কথাটির অর্থ জড় জাগতিক জীবনের সমাপ্তি। অর্জুন চিন্তা করছিলেন আমি জড় জাগতিক কর্মময় জীবন থেকে নিষ্ক্রিয় হতে চাই অথচ কেন আমায় শ্রীকৃষ্ণ এখনও বলছেন না যে, হে অর্জুন তুমি যুদ্ধভূমি ছেড়ে একান্ত নির্জন স্থানে গিয়ে নিষ্ক্রিয় অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য অভ্যাস করো। আসলে উনি চাইছেন যে আমি যুদ্ধ করি। এই রকম চিন্তা করে অর্জুন রথের উপর চুপ করে অবস্থান

করছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামী তাই তিনি অর্জুনের অন্তরের কি ইচ্ছা দেখার জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। অর্জুন তখন শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত উপদেশগুলি চিন্তা করছিলেন। ২।৩৮নং

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।

ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি।।

'সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি ও জয় - পরাজয়কে সমান জ্ঞান করে তুমি যুদ্ধের নিমিত্ত যুদ্ধ কর, তাহলে তোমাকে পাপভাগী হতে হবে না।' পরবর্তীতে তিনি আমাকে বলেছেন ২।৪৯ 'দূরেণ হ্যবরং কর্ম'—বুদ্ধিযোগের দ্বারা সর রকমের দুস্কর্ম দূরে সরিয়ে রাখো। অর্জুন যুদ্ধ করাটাকে দুস্কর্ম বলে ধরে নিয়ে ছিলেন তাই সন্দেহ দূর করবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দুটি প্রশ্ন করেছিলেন তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমেই।

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।

তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব।। গীঃ৩।১

'হে জনার্দন! হে কেশব! যদি তোমার মতে কর্ম অপেক্ষা ভক্তি বিষয়িনী বুদ্ধি শ্রেয়তর হয় তাহলে এই ভয়ানক যুদ্ধে নিযুক্ত হওয়ার জন্য কেন আমাকে প্ররোচিত করছ?' এবং দ্বিতীয় নং শ্লোকে 'ব্যামিশ্রেণেব' কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এর অর্থ দ্ব্যর্থবোধক, অর্থাৎ অর্জুন বোঝাতে চাইছেন দুই রকম কথা বলার মাধ্যমে আমার বুদ্ধি কেন বিভ্রান্ত করছো। এখানে শিক্ষণীয় বিষয়, নিষ্ঠাবান শিষ্য সন্দেহ দূর করার জন্য বা অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবনের জন্য শ্রীগুরুদেবের কাছে মনের কথা খুলে বলবেন। ১নং শ্লোকে অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জনার্দন এবং কেশব নামে অভিহিত করেছেন। সকলে যাঁর কাছে নিজ মনোরথ সিদ্ধির জন্য কামনা করে তাঁর নাম হলো 'জনার্দন' এবং 'কেশব' 'ক' মানে ব্রহ্মা এবং 'ঈশ' মানে মহাদেব 'ব' বশীভূত। যিনি ব্রহ্মা ও মহাদেবকে নিয়ন্ত্রিত করেন বা বশীভূত করেন। অর্জুন 'কেশব' বলে সম্বোধন করে বোঝাতে চাইছেন, হে শ্রীকৃষ্ণ তোমার কথায় শিব-ব্রহ্মা পর্যন্ত বশীভূত হয়ে পড়ে আর আমার মতো একজন ক্ষুদ্র জীবাত্মার কি কথা। তাই তুমি যদি চাও এই ঘোর সংকটময় যুদ্ধে নিযুক্ত করতে—কি করে আমি তোমার আজ্ঞা উল্লংঘন করতে সক্ষম হবো। 'কেশব'

কথাটির দ্বিতীয় অর্থ কেশ অর্থাৎ কেশী নামক অসুর আর 'ব' মানে বধ করাকে বোঝায়। তাহলে 'কেশব' মানে—যিনি কেশী নামক দুর্ধর্ষ অসুরকে সহজেই বধ করেছিলেন। এখানে অর্জুন 'কেশব' শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে বোঝাতে চাইছেন, হে কৃষ্ণ, তুমি কেশী নামক অসুরকে বধ করে সারা জগতের কাছে প্রিয় হয়েছিলে।

> দুই ধরনের লোক এই জগতে আত্মউপলব্ধি করার চেষ্টা করে। কেউ দার্শনিক জ্ঞানের ভিত্তিতে, অন্যজন বুদ্ধিযোগের ভিত্তিতে। তবে যার যেটাতে নিষ্ঠা সে সেইটাতে সাফল্য লাভ করবে। তবে বুদ্ধিযোগে সাফল্য নিশ্চিত, এর ফলও অক্ষয়। কারণ এর শক্তি আসে বৈষ্ণব ও ভগবানের কৃপা থেকে।

কিন্তু তুমি আমাকে মারতে বলছো আমার কুলের আত্মীয় স্বজনদের—তাই এটা ঘোর কর্ম হবে।

৩।২নং শ্লোকে অর্জুন যে, 'ব্যামিশ্রেণ' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন সেই কথাটি লক্ষ্য করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিচ্ছেন হে অর্জুন, তুমি যে আমাকে বলছো দ্ব্যর্থবোধক বা মিশ্রিত বাক্যের দ্বারা বিভ্রান্তি করছো আমার বুদ্ধিকে—এটা সত্যি নয়—আসলে তোমার বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে। দুই ধরনের লোক এই জগতে আত্মউপলব্ধি করার চেষ্টা করে। কেউ দার্শনিক জ্ঞানের ভিত্তিতে, অন্যজন বুদ্ধিযোগের ভিত্তিতে।তবে যার যেটাতে নিষ্ঠা সে সেইটাতে সাফল্য লাভ করবে। তবে বুদ্ধিযোগ সাফল্য নিশ্চিত, এর ফলও অক্ষয়। কারণ এর শক্তি আসে বৈষ্ণব ও ভগবানের কৃপা থেকে। এই পন্থাটি হলো সরাসরি। কিন্তু দার্শনিক পন্থাটি হলো পরোক্ষ। শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন দুটি পথই ধর্ম ও দর্শন রূপে একে অপরের উপর নির্ভশীল। দর্শন বিহীন ধর্ম হচ্ছে ভাবপ্রবণতা আর ধর্ম বিহীন দর্শন হচ্ছে জল্পনা-কল্পনা। হে অর্জুন তুমি যে বৈরাগ্যের পথ বা সন্ন্যাসের পথ গ্রহণ করতে চাইছো সেটা ঠিক নয় কারণ অপরিপক্ক অবস্থায় সন্ন্যাস নিলে সমাজে ক্ষতি হবে। যেহেতু তোমার এখনও পিতামহ ও গুরুদেব দ্রোণাচার্যের প্রতি ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি আসক্তি আছে। এছাড়া কর্মফলের জন্য কর্ম ত্যাগ করা যায় না। আবার কর্মত্যাগের মাধ্যমে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। সকলকেই অসহায় ভাবে কর্ম করতে হয়। আত্মার ধর্মই হচ্ছে কর্ম করা। কেউ যদি কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত রেখে মনে মনে বিষয়গুলি স্মরণ করে সে ভণ্ড। তার থেকে ভালো সন্ন্যাসী

না হয়ে গৃহস্থ হয়ে অনাসক্ত হয়ে মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত রেখে কর্মযোগে যুক্ত হও সেটা অনেক উত্তম।

তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলতে চাইছেন, খামখেয়ালী করে কোন কিছু করা উচিত নয়—তুমি ক্ষত্রিয়, গৃহস্থ ও সেনাপতি। তোমার কর্তব্য ধর্মযুদ্ধ করা। তবে তুমি যদি আমার নির্দেশ মতো যুদ্ধ করো সেটাই হবে নিষ্কাম কর্ম অর্থাৎ কর্মযোগ না হলে কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়বে। ৩।৯নং শ্লোকে ভগবান বলেছেন—এই শ্লোকটিকে কেন্দ্র করে লোকেরা বলতে থাকে ''বিধাতা করায় কর্ম কি দোষ আমার।'' কারণ ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া গাছের একটি পাতা নড়ে না—তাহলে আমি কোনো খারাপ কাজ করলে তার ফলটি আমায় নিতে হবে। এই সরল কথাটি আমি একটি উদাহরণযোগে বোঝাবো যাতে আপনারা সহজেই বুঝতে পারেন। মনে করুন আপনার পিঠে একটি মশা কামড়াচ্ছে আপনি কিভাবে বুঝতে পারবেন। আপনাকে জ্ঞানেন্দ্রিয় ত্বক ইন্দ্রিয় জানিয়ে দেবে যে একটা মশা কামড়াচ্ছে পিঠের শিরদাঁড়ায় কিন্তু কাকে জানাবে—আপনার মনকে—কারণ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কন্ট্রোলার হচ্ছে মন। মন কিন্তু মারার অনুমতি দিতে পারবে না—কারণ তার ইনচার্জ আছে বুদ্ধি। বুদ্ধিও মশাটা মারার অনুমতি দিতে পারবে না কারণ তার ইনচার্জ হচ্ছে—আত্মা। আত্মা অনুমতি দিতে পারবে না কারণ তার ইনচার্জ পরমাত্মা। তার দিকে চোখে চোখে তাকিয়ে আছে। তাই আত্মা-পরমাত্মা রূপী ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রভু একটা বড় মশা কামড়াচ্ছে পিঠের শিরদাঁড়ায়—মারবো?'' পরমাত্মারূপী ভগবান জিজ্ঞাসা করবে, ''তোমার কি ইচ্ছা।'' কারণ ভগবান জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছায় হস্তক্ষেপ করেন না। তখন স্বতন্ত্র আত্মা উত্তর দিল, ''প্রভু, মন ও বুদ্ধি বলছে মারতে।'' প্রভু—পরমাত্মারূপী ভগবান তখন বললেন, ''মারো!''—যেই মারলেন কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়লেন। কারণ আপনার ইচ্ছাটাকে ভগবান অনুমোদন করলেন ১৩।২৩ ''উপদ্রষ্টানুমন্তা চ।'' কারণ পরমাত্মার ইচ্ছা ছাড়া জীবাত্মা কিছুই করতে পারে না। আসলে একটা মশা বসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা মারি বা তাড়িয়ে দিই তার মধ্যে মন অনুমতি নিতে বুদ্ধির কাছে যায়—বুদ্ধি আত্মাকে জানায়—আবার আত্মা পরমাত্মাকে জানায় তারপর অনুমতি পায়—তারপর মারে বা তাড়িয়ে দেয়—ফাইল যায় আবার ফেরত আসে তারপর কার্য করতে পারি। ভগবানের কার্যকলাপ কত সূক্ষ্ম তাই আমরা বুঝতে পারি না। অর্জুন বুঝতে না পেরে ভগবানকে সন্দেহ দূরীভূত করার জন্য প্রশ্ন করেছিলেন—ভগবান উত্তর দিলেন—আমার নির্দেশে যুদ্ধ করলে দুষ্কর্ম বা পাপ হবে না। অর্জুন ভগবানের নির্দেশে যুদ্ধ করেছিলেন—তাই তার জয়লাভ, সম্মান সব বৃদ্ধি পেয়েছিল। এখন আমরাও যদি গীতা-ভাগবতের নির্দেশে বা সাধু-গুরু বৈষ্ণবের নির্দেশে কার্য করি তা দুষ্কর্ম হবে না। এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যদি কেউ নিষ্কাম কর্ম করতে না পারেন তার কি গতি হবে? তারও উত্তর ভগবান কৃপা করে আমাদের জন্য দিচ্ছেন—ধাপে ধাপে কিভাবে উন্নতি করতে পারবো ৩।১০—৩।১৬নং শ্লোকে—।

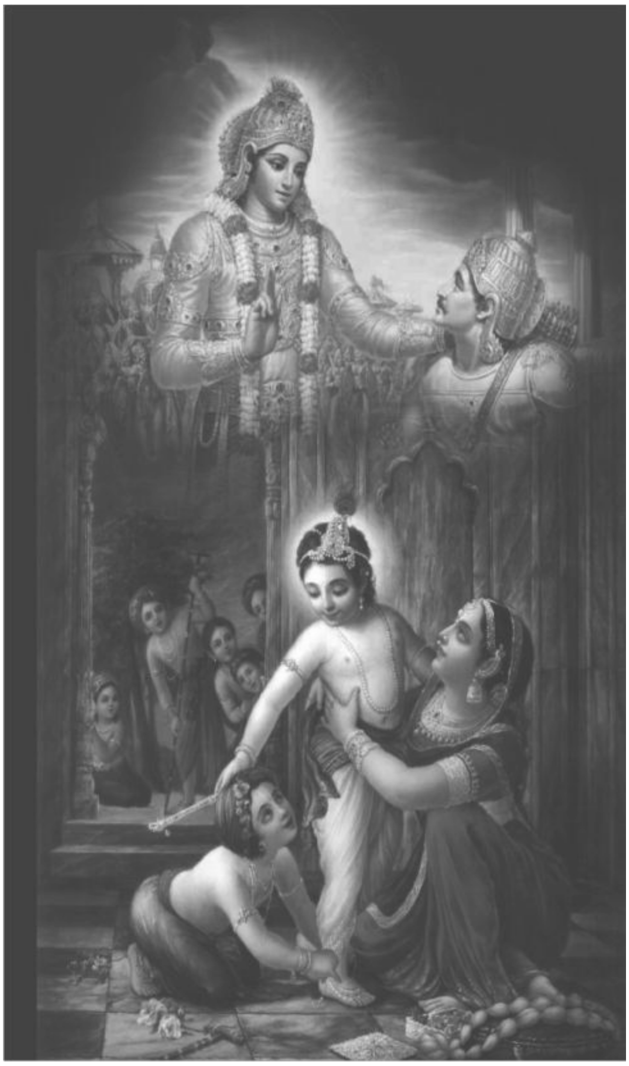

ধারাবাহিক ভাগবত শ্রবণ-২য় পর্ব

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

গোপীকান্ত দাস ব্রহ্মচারী

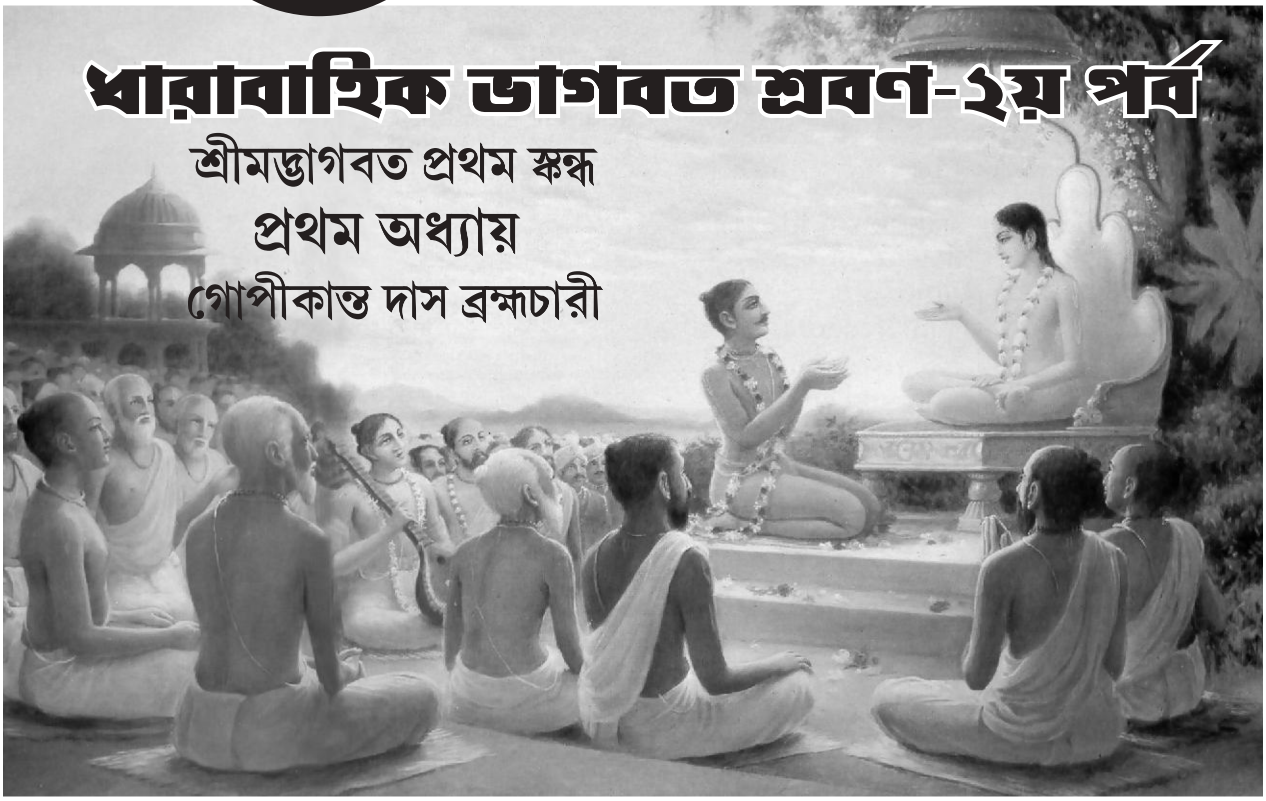

এই অধ্যায়ের সার কথা ঃ

শ্লোক ১-৩

প্রস্তাবনা ঃ শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয়, মহিমা এবং লক্ষ্য। শ্রীল ব্যাসদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর প্রণাম নিবেদন করেছেন, যিনি হচ্ছেন পরম সত্য এবং তারপরেই তিনি শ্রীমদ্ভাগবতমের মহিমা কীর্তন করেছেন; যা হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে নির্মল, সমস্ত প্রকার জড় জাগতিক কার্যকলাপ থেকে মুক্ত এবং সর্বোপরি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মুখ থেকে উচ্চারিত হওয়ায় আরো আস্বাদনীয় হয়ে উঠেছে।

শ্লোক ৪—৮

ভগবান এবং তার ভক্তদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য একদা নৈমিষারণ্যে মহান ঋষিরা সমবেত হয়ে একহাজার বৎসরব্যাপী এক যজ্ঞ করছিলেন। একদিন শ্রীল সূত গোস্বামীকে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করে, ঋষিরা তাঁর বক্তা রূপে গুণাবলী কীর্তন করছিলেন।

তাঁরা প্রকৃতপক্ষে তাঁর চরিত্রের প্রশংসা করছিলেন, যা ছিল সর্ব প্রকার পাপকর্ম থেকে মুক্ত এবং যিনি সর্ব শাস্ত্র সদ্গুরুর নিকট অধ্যয়ন করে, পারদর্শী হয়েছিলেন। এছাড়াও যেহেতু তিনি তাঁর গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও বিনীত ছিলেন, তাই তাঁর গুরুদেবগণ তাঁর মতো স্নিগ্ধ শিষ্যের কাছে অতি নিগূঢ় রহস্য ব্যক্ত করেছেন। মহান ঋষিগণ তারপর গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

শৌনক ঋষির নেতৃত্বে ঋষিদের ছয়টি প্রশ্ন

প্রথম প্রশ্ন ঃ ১.১.৯

জনসাধারণের পরম মঙ্গল কিভাবে সাধিত হয়?

শ্রীল সূত গোস্বামী এই গ্রন্থের উত্তর (১.২.৬-৭) প্রথম স্কন্ধ, ২য় অধ্যায়ের ৬-৭ নং শ্লোকে প্রদান করে বলেছেন, জনসাধারণের পরম মঙ্গল কেবলমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বা তাঁর অংশের প্রতি ভক্তিমূলক সেবার দ্বারা প্রেম লাভ করার মাধ্যমেই সম্ভব।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ ১.১.১১

সমস্ত শাস্ত্রের সারাতিসার কি?

ভাগবতের দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে এবং বিশেষত ১.২.৬-৭ এবং ২৮নং শ্লোক পর্যন্ত, শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র উপাস্য তা নির্ধারিত করা হয়েছে এবং তার সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে সমস্ত শাস্ত্রের সারাতিসার।

তৃতীয় প্রশ্ন ঃ ১.১.১২

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেন অবতীর্ণ হয়েছেন?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে ১.২.৩৪ শ্লোকে ‘‘বিশুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত জীবসমূহকে উদ্ধার করার জন্য’’। এছাড়াও এর উত্তর দেওয়া হয়েছে ১.৩.২৮, ১.৮.৩৫, ৯.৪.৬১, ১০.৮.৪৮-৫০ এবং ১০.৩৩.৩৭ শ্লোকগুলিতে।

চতুর্থ প্রশ্নঃ ১.১.১৭

জড় জগতের সৃষ্টির বিষয়ে ভগবানের যে কার্যকলাপ সেই সম্পর্কে বলুন।

ভাগবতের ১.২.৩০-৩৩ শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিভাবে ভগবান বাসুদেব জড় উপাদানগুলি সৃষ্টি করার পর তার মধ্যে পুরুষাবতার রূপে প্রবেশ করেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্কন্ধে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি বর্ণনা করা হয়েছে।

পঞ্চম প্রশ্নঃ ১.১.১৮

ভগবানের অবতারগণের কার্যকলাপ বর্ণনা করুন। ভাগবৎ অবতার সমূহের লীলা প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায় এবং দ্বিতীয় স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। ভাগবতমের দশটি তত্ত্বের মধ্যে যে একটি ‘‘ঈশানুকথা’’—ভগবৎ অবতার ও ভগবানের কথা, লীলাবতার সমূহের কথা বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ প্রশ্নঃ ১.১.২৩

এই জগত থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট হয়ে তাঁর নিত্য ধামে গমন করলে সনাতন ধর্ম কার শরণাপন্ন হয়েছিল? সূত গোস্বামী এই প্রশ্নের উত্তর ১.৩.৩৪ শ্লোকে দিয়েছেন। ‘‘শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর লীলা সংবরণ করে ধর্ম ও তত্ত্বজ্ঞানসহ নিজ ধামে গমন করলেন, তখন সূর্যের মতো উজ্জ্বল এই পুরাণের উদয় হয়েছে। কলিযুগের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভগবৎ দর্শনে অক্ষম মানুষেরা এই পুরাণ থেকে আলোক প্রাপ্ত হবে।’’

শ্রীমদ্ভাগবতকে ভগবানের দিব্য শরীরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ হচ্ছে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা প্রথম স্কন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই জন্য প্রথম স্কন্ধের নাম ‘সৃষ্টি’ প্রথম শ্লোকে শ্রীল ব্যাসদেব পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছেন, যিনি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের পরম কারণ। শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকের বিস্তারিত ভাষ্য প্রদান করেছেন। যাঁরা ঐকান্তিকভাবে জ্ঞানের অন্বেষী তাঁরা যেন আরও গভীরভাবে দিব্য জ্ঞান আস্বাদন করার জন্য সেই সমস্ত ভাষ্য পাঠ করার চেষ্টা করেন। দ্বিতীয় শ্লোকে সবরকমের জড় বাসনা যুক্ত ধর্মকে বর্জন করে এই ভাগবত পরম সত্যকে প্রকাশ করেছে। যারা নির্মৎসর ভক্ত তারাই তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। প্রথম স্কন্ধের ১-৩ শ্লোকে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন তত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ হচ্ছে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক। জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। দাসের কর্তব্য প্রভুর সেবা করা যাকে বলা হয় অভিধেয়, জীবের প্রয়োজন হচ্ছে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা।

শ্লোক ১০--এই শ্লোকে কলিযুগের মানুষের লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে। এই তথ্যের দ্বারা আমরা সত্যিই উপলব্ধি করতে পারি যে, আজ থেকে ৫,০০০ বছর পূর্বে কলিযুগের যে বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে তা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে মিল আছে। অতএব ভাগবতের প্রতিটি কথাই পরম সত্য এবং সম্পূর্ণ রূপে নির্ভুল।

শ্লোক ১৪--এই শ্লোকে ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণের মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। ‘‘কলিকালে নাম রূপে কৃষ্ণ অবতার’’ একমাত্র নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে যে কোন জীব জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হতে পারে।

শ্লোক ১৫--এই শ্লোকে ভগবদ্ভক্তের পরম পাবনী শক্তির বর্ণনা করা হয়েছে। দীর্ঘকাল গঙ্গার জলে স্নান বা জল পান করলে মানুষ পবিত্র হয় কিন্তু শুদ্ধভক্তের কৃপায় যে কোন জীব তৎক্ষণাৎ সব রকম কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারে।

শ্লোক ১৬--এই শ্লোকে ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা শ্রবণের গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কেবলমাত্র প্রতিদিন শ্রদ্ধা সহকারে ভাগবত শ্রবণ করলে সমস্ত প্রকার কলুষতা থেকে সম্পূর্ণ নির্মল হওয়া যায়।

শ্লোক ১৯--নৈমিষারণ্যের ঋষিরা বার বার ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা শ্রবণের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

শ্লোক ২০-২১--ঋষিরা ভগবানের লীলা শ্রবণের জন্য একহাজার বছর ধরে প্রস্তুত হয়েছিলেন।

‘‘শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর লীলা সংবরণ করে ধর্ম ও তত্ত্বজ্ঞানসহ নিজ ধামে গমন করলেন, তখন সূর্যের মতো উজ্জ্বল এই পুরাণের উদয় হয়েছে। কলিযুগের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভগবৎ দর্শনে অক্ষম মানুষেরা এই পুরাণ থেকে আলোক প্রাপ্ত হবে।’’

বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবনামৃতের কার্যাবলী

লকডাউনে ইসকন গোবর্ধন ইকোভিলেজে শ্রীমদ্‌ভাগবতমের প্রবাহ

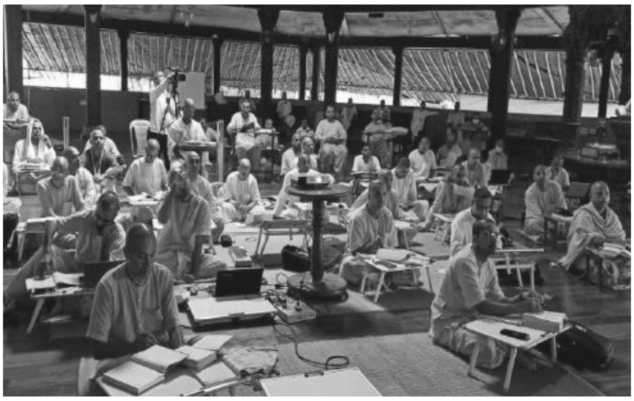

অতিমারী পরিস্থিতিতে দীর্ঘায়িত লকডাউনের পরিসরে সামূহিক সুযোগের সর্বাধিক সদ্ব্যবহারের লক্ষ্যে গোবর্ধন ইকোভিলেজের অধিবাসীবৃন্দ গভীরভাবে শ্রীমদ্‌ভাগবত অধ্যয়ন করেছেন।

জিইভিতে বহু পণ্ডিত ভক্তের বাস যাঁরা সমগ্র পৃথিবীতে তাদের বৈদিক জ্ঞানের ঐশ্বর্য বিতরণ করে থাকেন। ২০২০ সালে মার্চ থেকে নভেম্বর পরিস্থিতির কারণে তাদের মধ্যে অনেকেই যেমন সনৎকুমার প্রভু, গৌরাঙ্গ প্রভু, চৈতন্যচরণ প্রভু, দামোদর প্রভু, গৌরাঙ্গদর্শন প্রভু, বলরামশক্তি প্রভু এবং সাধনগোপাল প্রভু প্রমুখেরা জিইভিতেই ছিলেন। যেন একটি মিষ্টান্নের দোকান বহিরাগতদের বিতরণে অক্ষম হওয়ায় গৃহের অভ্যন্তরেই উদার হস্তে দান করেছে।

জিইভির অধিবাসীবৃন্দ নৈমিষারণ্যের 'শাস্ত্রম্ স্বর্গায় লোকায়' অভিজ্ঞতাকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলছিলেন—জীবনের উচ্চতর সত্যকে এক অনুপম উৎসাহে সামুদ্রিক আত্তীকরণের লক্ষ্যে এক পবিত্র সমাবেশ। এই উৎসাহপূর্ণ পরিবেশের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বক্তাগণ তাদের ভক্তি এবং গভীর অধ্যয়ন থেকে লব্ধ উপলব্ধি এবং অন্তর্দৃষ্টিকে প্রকাশ করলেন। আমাদের সাধকজীবনের পথপ্রদর্শক আলোর ন্যায় অনুসরণীয় ভক্তদের বিন্যাস, ভাবনা এবং প্রতিক্রিয়ার উপর ভাগবতমের শিক্ষার পরিশ্রুত অমৃত আমরা পান করলাম। বিভিন্ন বৈদিক বিষয় যেমন মহাজাগতিক তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব এবং পরিচালনা ও নেতৃত্বের সমসাময়িক বিষয়ের উপরও আমরা একটি আধুনিক আঙ্গিক এবং স্থিতি লাভ করলাম।

ইসকন সাধুরা পারমার্থিক জ্ঞান দানের উদ্দেশ্যে গুরুগ্রাম থেকে রাজস্থান পর্যন্ত সাইকেল যাত্রা করলো

কোভিড জয়ী মানুষদের প্রাথমিক আধ্যাত্মিক জ্ঞান বৃদ্ধি করার জন্য পাঁচজন ইসকন সাধু গুরুগ্রাম থেকে রাজস্থানের ভিওয়াড়ি পর্যন্ত সাইকেলে যাত্রা করেন। তাদের সাথে ছিল ইসকন প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য শ্রীল প্রভুপাদের রচিত একশত আধ্যাত্মিক গ্রন্থ।

পাদসেবন ভক্ত দাসের নেতৃত্বে দলটিতে কমল মাধব দাস, পঙ্কজ শ্যাম দাস, পরমাত্মা দাস, হরি দাস এবং অনুপ দাস ২রা ডিসেম্বর দুপুর একটার সময় গুরুগ্রাম থেকে যাত্রা শুরু করেন এবং ৪ঠা ডিসেম্বর বিকালে তিনটের সময় পৌঁছান। এই যাত্রাটির চলচ্চিত্রায়ন করা হয়েছে এবং ইসকন গুরুগ্রাম ইউটিউব পেজে দেখানো হয়।

পঙ্কজ শ্যাম দাস বলেন, "আমি আমার পরামর্শদাতার কাছ থেকে বহু বৎসর পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রের রাধাদামোদর বাস যাত্রীদের কাহিনী শুনেছিলাম যেখানে তারা দশ লক্ষ গ্রন্থ মানুষকে বিতরণ করেছিলেন। এটিই আমাকে উৎসাহিত করেছিল। আমি মনে করি অভিযানের মধ্যে দিয়ে আপনি যদি কৃষ্ণসেবা করতে পারেন সেটি আরও আকর্ষণীয়।"

ভক্তরা রাত্রে থাকার জন্য একটি জায়গা পেয়েছিলেন, সি. সিংহল নামে এক ব্যক্তি অতিথিশালায় দুটি কক্ষ দিয়ে ছিলেন, রাত্রে ভোজনের জন্য ফল এবং সকালে প্রাতরাশের জন্য পোহা দিয়েছিলেন। অবশিষ্ট দুই ভোজন তারা স্থানীয় ভিওয়াডি জগন্নাথ মন্দির থেকে গ্রহণ করেছিলেন।

ভক্তদের মধ্যে একজন তার অভিযানে গ্রন্থ বিতরণের এই অভিজ্ঞতাটি বিনিময় করেন। তিনি বলেন "আমরা কখনো গ্রন্থ বিক্রয় করিনি। আমরা মুদ্রণ খরচাটুকু তোলার জন্য অনুদান প্রার্থনা করেছিলাম। অনেকে আমাদেরকে মুদ্রণ খরচের অধিক অর্থ দান করেছিলেন। যে সমস্ত মানুষ গ্রন্থ চেয়েছিলেন আমরা তাদের যোগাযোগ তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম। এটি প্রায় ৪০০ গ্রন্থ বিতরণে রূপান্তরিত হয়েছিল। তাই তার পরের দিন একটি গাড়ীতে করে তাদের কাছে গ্রন্থ নিয়ে গিয়েছিলাম। আমরা এর সাহায্যে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেছিলাম যা বিবিটিতে অধিক গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য জমা করা হবে।"

নববৃন্দাবনে তুলসীদেবীকে এক অপূর্ব গ্রীনহাউস নিবেদন করা হয়েছে

শ্রীশ্রীরাধাবৃন্দাবনচন্দ্র মন্দিরের তৃতীয় তলে বহু বৎসর বাস করার পর পশ্চিম ভার্জিনিয়ার নববৃন্দাবন ফার্ম সম্প্রদায় তুলসী দেবীকে এক চমৎকার গ্রীনহাউস নিবেদন করলেন যাতে করে তাঁর সমৃদ্ধ মানের যত্ন প্রদান করা যায়।

নববৃন্দাবন যেটি ইসকনের প্রথম ফার্ম যেখানে শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যা লোকদৃষ্টি দেবী দাসী দীর্ঘ পঁচিশ বছর তার রক্ষণাবেক্ষণ করছিলেন। লোকদৃষ্টি দেবী দাসী ১৯৭৩ সালে টরেন্টোতে ইসকনে যোগদান করেন। ১৯৭৪ সাল থেকে তিনি তুলসীদেবীর সেবা শুরু করেন এবং সমগ্র বিশ্বের মন্দির সমূহের মধ্যে তাঁর দীর্ঘ ৪৬ বছরের তুলসী সেবার এক অনন্য ইতিহাস গড়ে তোলেন।

অর্থসংগ্রহ করার প্রায় দুই বছর আগে থেকে তুলসীদেবীর জন্য এক নতুন গ্রীনহাউস নির্মাণ শুরু করেন যাতে তার পরবর্তী উন্নত সেবা করা যায়।

প্রায় ৬০০ বর্গফুট এলাকা সমন্বিত তুলসী দেবী গ্রীনহাউসের বিশেষত্ব হলো ডাবল প্যানড ইসুলেটেড কাঁচ, একটি ব্রোঞ্জ নির্মিত অ্যালুমিনিয়াম কাঠামো সুসজ্জিত একটি চূড়া থাকবে, ছাতের শেষ প্রান্তটি মোটিফ বেস ইসকন পাম লোগো দ্বারা অলংকৃত হবে।

অন্যান্য সুবিধার মধ্যে নতুন গ্রীনহাউসটি তুলসীদেবীকে ভক্তদের নিকট অধিক দৃশ্যমান করে তুলবে, উন্নত মানের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং পূজারীদের জন্য অনায়াসে লভ্য। এটি নববৃন্দাবনের একটি আকর্ষণীয় সংযোজন।

শ্রীল প্রভুপাদ স্কন্দ পুরাণ থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে তাঁর রচিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন। "তুলসী সর্বতোভাবে মঙ্গলকারক। শুধুমাত্র দর্শন করে, শুধুমাত্র স্পর্শ করে, শুধুমাত্র স্মরণ করে, শুধুমাত্র প্রার্থনা করে, শুধুমাত্র প্রণতি নিবেদন করে, শুধুমাত্র তাঁর মহিমা শ্রবণ করে, শুধুমাত্র এই বৃক্ষ রোপণ করলে সেখানে সর্বদাই মঙ্গলময় পরিবেশ বিদ্যমান থাকে। যদি কেউ উপরোক্ত বর্ণনানুযায়ী তুলসীদেবীর সংস্পর্শে আসেন তিনি বৈকুণ্ঠে শাশ্বত জীবন লাভ করে।"

ইসকন হংকং—শ্রীদামোদর স্ট্রীট প্রোগ্রাম ২০২০

গত তিন বছর ধরে ইসকন হংকং পবিত্র কার্তিক মাসে শ্রীদামোদর স্ট্রীট প্রোগ্রাম নামক এক প্রচারের আয়োজন করেছে। এই বছরও তার কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। ভক্তগণ একটি ক্ষুদ্র ভ্রাম্যমান মন্দির নিয়ে পথে বের হয়ে সকল পথচারীকে শ্রীশ্রীগৌরনিতাই এবং শ্রীশ্রীযশোদা দামোদর শ্রীবিগ্রহগণকে ঘিয়ের প্রদীপ নিবেদন করতে উষ্ণ আমন্ত্রণ জানান। এই অনুষ্ঠানের সাথে সাথে সুমিষ্ট পবিত্র নাম সংকীর্তন, সুস্বাদু প্রসাদ এবং গ্রন্থ বিতরণও চলতে থাকে। মহামারীর সময় আমরা প্রচণ্ড পরিমাণে অনুভব করেছি যে এই সমাজে ধনী এবং নিপীড়িত উভয়কেই আলো ও আশা দিতে ভগবানের বাণী অত্যন্ত প্রয়োজন।

ব্রহ্মসংহিতা

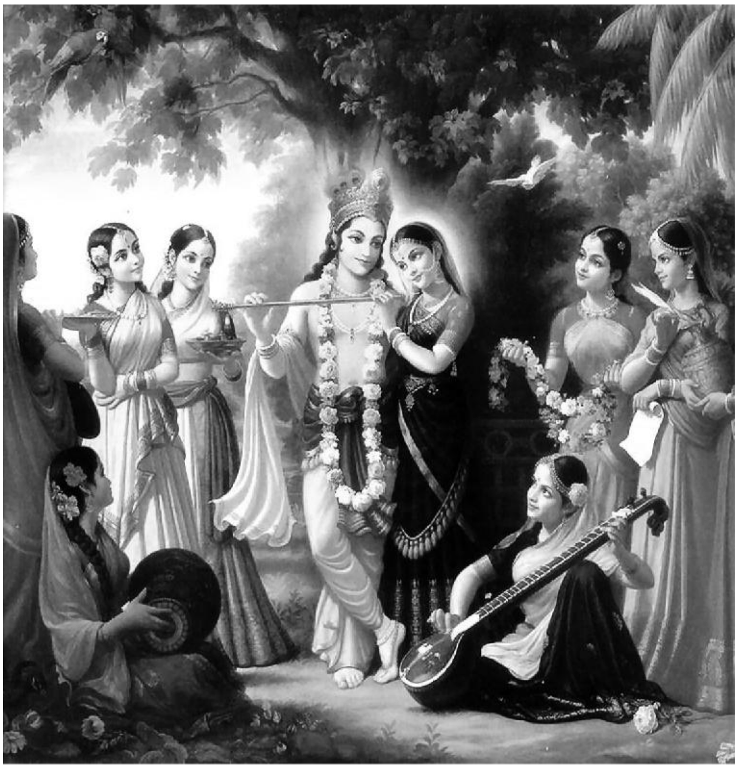

আনন্দ চিন্ময় রস প্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৩৭।।

আনন্দ—পরম সুখ; *চিৎ-ময়*—জ্ঞানময়; *রস* — রস; *প্রতি*—সব সময়; *ভাবিতাভিঃ*—পূর্ণরূপে নিমগ্ন; *তাভিঃ*—তাঁদের সঙ্গে; *য*—যিনি; *এব*—অবশ্যই; *নিজ-রূপতয়া*—স্বকীয়া ভাবেই বর্তমান আনন্দদায়িনী শ্রীমতী রাধা; *কলাভিঃ*—রাধারানীর কায়ব্যূহরূপ সখীগণের সঙ্গে; *গোলোকে এব*—গোলোক ধামেই; *অখিলাত্মভূতঃ*—নিখিল প্রিয়বর্গের আত্মস্বরূপ; *নিবসতি*—বাস করেন; *তম্*—সেই; *আদিপুরুষং*—আদিপুরুষকে; *গোবিন্দম্*—গোবিন্দকে; *অহং*—আমি; *ভজামি*—ভজনা করি।

আনন্দ চিন্ময় রসে উপাসিতা, নিজ চিন্ময় রূপের অনুরূপা চৌষট্টি কলাযুক্তা হ্লাদিনীশক্তিরূপা রাধারানী ও তাঁর কায়ব্যূহ রূপা সখীগণের সঙ্গে যে অখিল প্রিয়গণের আত্ম স্বরূপ গোবিন্দ নিত্য নিজ গোলোক ধামে বাস করেন, সেই আদিপুরুষকে আমি ভজন করি।।

আনন্দ চিন্ময় রস প্রতিভাবিতাভিঃ—উজ্জ্বল নামক যে পরম প্রেমময় রস, তার দ্বারা উদ্ভূত। শক্তি ও শক্তিমান্ একাত্মা হয়েও হ্লাদিনীশক্তি কর্তৃক রাধা ও কৃষ্ণরূপে আলাদা আলাদা হয়ে নিত্য অবস্থান করেন। সেই আনন্দ (হ্লাদিনী) ও চিৎ (কৃষ্ণ) উভয়েই অচিন্ত্য শৃঙ্গার রস বর্তমান। সেই রসের বিভাব দুই রকম—আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন দুই রকম—আশ্রয় ও বিষয়। আশ্রয় হলেন স্বয়ং রাধিকা ও তাঁর কায়ব্যূহ সখীগণ। বিষয় হলেন স্বয়ং কৃষ্ণ। কৃষ্ণই হচ্ছেন গোলোকপতি গোবিন্দ। সেই রসের প্রতিভাবিত আশ্রয় হলেন গোপীগণ। তাঁদের সঙ্গে গোলোকে কৃষ্ণের নিত্য লীলা।

তাভিঃ য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ — রাধারানীর কায়ব্যূহ রূপা সখীগণের সঙ্গে (তাভিঃ কলাভিঃ) স্বকীয়াভাবেই বর্তমানা হ্লাদিনী শক্তিরূপা রাধা (নিজ রূপতয়া এব) চৌষট্টি কলা বিদ্যা সঙ্গে গোলোকে বিদ্যমান। সেই চৌষট্টি কলা বিদ্যা হলোঃ

(১) গীত (নানা সুরে, নানা রাগে গান রচনা), (২) বাদ্য, (৩) নৃত্য, (৪) নাট্য (রূপকময়), (৫) আলেখ্য (চিত্র কর্ম) (৬) বিশেষকচ্ছেদ্য (তিলক করার সময় নানা বিচ্ছেদ রচনা), (৭) তণ্ডুল-কুসুম-বলি-বিকার (চাউল ও পুষ্পাদি পূজা-উপহারের বিবিধ প্রকার রচনা), (৮) পুষ্পাস্তরণ (ফুলের বিছানা), (৯) দশনবসনাঙ্গরাগ (দন্ত ও বসনের বা ওষ্ঠের নানা প্রকার রঞ্জন), (১০) মণিভূমিকা কর্ম (ময়দানব নির্মিত পাণ্ডবসভার মতো মনিবদ্ধ ভূমি ক্রিয়া, (১১) শয়ন রচন (খাট পালঙ্কাদি রচনা), (১২) উদক বাদ্য (সরোবর প্রভৃতিতে স্থাপিত ভাণ্ডে কিংবা জলপূর্ণ পাত্রে মধুর মধুর নানা তান উত্থান), (১৩) উদক ঘাত (জল স্তম্ভ বিদ্যা), (১৪) চিত্রযোগ (নানা রকমের অদ্ভুত বস্তুর দর্শন করার সম্যক উপায়), (১৫) মাল্য গ্রন্থণ বিকল্প (মালা রচনার প্রকার ভেদ), (১৬) কেশশেখরাপীড়যোজন (কেশে চূড়াদি বাঁধা), (১৭) নেপথ্যযোগ (অলঙ্কার করণ), (১৮) কর্ণপত্রভঙ্গ (কর্ণাদিতে তিলক রচনা), (১৯) গন্ধযুক্তি (কস্তূরী প্রভৃতি গন্ধ

অনুলেপন), (২০) ভূষণ যোজন (অলংকার দিয়ে সাজানো বিদ্যা), (২১) ইন্দ্রজাল (ভেল্কীবাজী), (২২) কৌচুমার যোগ (কুচুমার নামক ব্যক্তির প্রকাশিত নিজেকে নানা রূপ প্রকাশ, (২৩) হস্তলাঘব (চমৎকার দর্শনের জন্য অন্তরালে হস্তাদি সঞ্চালন দ্বারা সেই সেই বস্তুর প্রবর্তন), (২৪) চিত্রশাকাপূপ ভক্ষ্যবিকার ক্রিয়া (পিষ্টক প্রভৃতি ভক্ষ্য বস্তুর নানা প্রকারে নির্মাণ), (২৫) পানকরস রাগাসব যোজন (সরবৎ প্রভৃতি পানীয় রসের নানাবিধ বর্ণ এবং মধুরত্ব রচনা), (২৬) সূচীবাপ কর্ম (বিচিত্র সেলাই কর্ম), (২৭) সূত্রক্রীড়া (সূতো দিয়ে পুতুল প্রভৃতিকে চালনা), (২৮) প্রহেলিকা (গোপন কথার অর্থ পরিজ্ঞান), (২৯) প্রতিমা (সমস্ত বস্তুর প্রতিকৃতি নির্মাণ), (৩০) দুর্বচ যোগ (যা যা বলবার সামর্থ্য হয় না, সেই সেই কথা বলার উপায়), (৩১) পুস্তক বাচন (পুস্তকে কোন কোন বর্ণ না থাকলেও সেই সেই বর্ণ যোগ করে অতি দ্রুত পাঠকরণ), (৩২) নাটিকাখ্যায়িকা দর্শন (নাটকাদি শাস্ত্রের পরিজ্ঞান ও তার নির্মাণ), (৩৩) কাব্য সমস্যা পূরণ (কাব্যে কোনও সংক্ষেপ উক্ত গুপ্ত পদের সহসা পূরণ করতে অসমর্থ হলে অন্য শ্লোকের অংশ দ্বারা পূরণ, (৩৪) পট্টিকা বেত্রবাণ বিকল্প (সূতো দিয়ে চ্যাপ্টা ঘোড়া তাড়ানো চাবুক ও বাণের কল্পনা), (৩৫) তর্কু কর্ম (লোহার শলাকা থেকে সূতো তৈরী করা), (৩৬) তক্ষণ (কাঠের বিচিত্র কাজ), (৩৭) বাস্তুবিদ্যা (গৃহোচিত ভূমি ও গৃহ নির্মাণের নানা অবস্থা জ্ঞান, (৩৮) রৌপ্যরত্ন পরীক্ষা (রূপা প্রভৃতি রত্নের সদসৎ জ্ঞান), (৩৯) ধাতুবাদ (স্বর্ণাদি কল্পনা), (৪০) মণিরাগ (মণি সকলে নানা প্রকার বর্ণ নির্মাণ জ্ঞান), (৪১) আকর জ্ঞান (দেখা মাত্র মণি প্রভৃতির উদ্ভব ভূমির জ্ঞান), (৪২) বৃক্ষায়ুর্বেদযোগ (বৃক্ষাদি উদ্ভিদ পদার্থের চিকিৎসা জ্ঞান), (৪৩) মেষ কুক্কুট শাবক যুদ্ধবিধি (মেষ শাবক, মুরগী শাবক প্রভৃতির যুদ্ধ বিধি), (৪৪) শুক-শারিকা প্রলাপন, (৪৫) উৎসাদন (মন্ত্রণা দ্বারা পরস্পর আসক্তি ত্যাজন), (৪৬) কেশ মার্জন কৌশল, (৪৭)অক্ষর-মুষ্টিকা কথন (অদৃষ্ট অক্ষর এবং মুষ্টিকার মধ্যে অদৃষ্ট বস্তুর স্বরূপ ও সংখ্যার কথন), (৪৮) ম্লেচ্ছিত বিকল্প (বিবিধ ম্লেচ্ছ ভাষা ও ভরতশাস্ত্রের জ্ঞান), (৪৯) বিভিন্ন দেশভাষা জ্ঞান, (৫০) পুষ্প শকটিকা নিমিত্ত জ্ঞান, (৫১) যন্ত্র মাতৃকা (পূজার জন্যে মাতৃকা বর্ণে যন্ত্র নির্মাণ), (৫২) ধারণ মাতৃকা (ধারণের জন্য মাতৃকা বর্ণে যন্ত্র নির্মাণ), (৫৩) সংপাট্য (অভেদ্য হীরা প্রভৃতির দ্বিধাকরণ), (৫৪) মানসী কার্য ক্রিয়া (অন্যের মনে কি আছে, সেই মন বুঝে অনুগামী শ্লোক নির্মাণ), (৫৫) ক্রিয়া বিকল্প (এক এক ক্রিয়ার বহু প্রকারে নিষ্পাদন), (৫৬) ছলিতক যোগ (অপরকে বঞ্চনার উপায়), (৫৭) অভিধান, কোষ ও ছন্দ জ্ঞান, (৫৮) বস্ত্র গোপন (সূতি কাপড়কে রেশমী প্রভৃতি রূপে দেখানো), (৫৯) দ্যূত বিশেষ, (৬০) আকর্ষণ ক্রীড়া (দূরে থাকা দ্রব্যের আনয়ন), (৬১) বালক্রীড়নক (শিশুর খেলনা প্রস্তুতি), (৬২) বৈনায়িকী (বিভিন্ন রকমের লিপি রচনা), (৬৩) বৈজয়িকী (শত্রুজয়ের বিবিধ উপায়), (৬৪) বৈতালিকী (স্তব পাঠ ও রচনা)। এই সমস্ত বিদ্যা মূর্তিমতী হয়ে রসপ্রকরণ রূপে গোলোক ধামে নিত্য প্রকটিত। জড়জগতে ব্রজলীলায় যোগমায়া দ্বারা এই সব বিদ্যা প্রশস্তরূপে প্রকটিত হয়েছে।

গোলোক এব নিবসতি অখিলাত্মভূতঃ—অখিল প্রিয়বর্গের আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ গোলোক ধামে বাস করেন। গোলোকে সর্বদা নিজ অনন্ত লীলা প্রকাশের সঙ্গে কৃষ্ণ শোভা পাচ্ছেন। কখনও ভৌম জগতে সেই লীলার অন্য প্রকাশ হয়। কৃষ্ণ সপরিবারে জন্মলীলা প্রকট করেন। কৃষ্ণের ভাব অনুসারে লীলাশক্তি তাঁর পরিকরদেরও সেই সেই ভাবে বিভাবিত করেন। শ্রীল জীব গোস্বামী বলছেন, কৃষ্ণের প্রকট লীলা যোগমায়া দ্বারা প্রকাশিত হয়। তাতে কতগুলি মায়া প্রত্যায়িত কার্য দেখা যায়, তা স্বরূপ তত্ত্বে থাকতে পারে না। যেমন—অসুর সংহার, পরদার সংগ্রহ ও জন্ম প্রভৃতি। কেননা চিন্ময় জগতে কৃষ্ণ-উন্মুখ ব্যক্তি বিরাজমান, আসুরিক কৃষ্ণবিমুখ ব্যক্তি নেই। গোপীগণ সবাই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তিগত তত্ত্ব। সুতরাং সকলেই কৃষ্ণের স্বকীয়া, তাঁদের কিভাবে পরদারত্ব সম্ভব? শ্রীকৃষ্ণ জন্ম-মৃত্যুর ঊর্ধ্বের তত্ত্ব। অজ অনাদি অনন্ত। অতএব তাঁর জন্মগ্রহণ ও দেহত্যাগ সমস্ত লীলা কেবল মায়িক প্রত্যয় মাত্র। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন, শ্রীজীব গোস্বামী আমাদের তত্ত্বাচার্য। তিনি কৃষ্ণলীলায় মঞ্জরী বিশেষ। সর্ব তত্ত্ব তাঁর পরিজ্ঞাত। তাঁর আশ্রয় বুঝতে না পেরে কতগুলো লোক মনগড়া অর্থ রচনা করে পক্ষ-বিপক্ষভাবে তর্ক করে থাকে।

শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, বহু ভাগ্যের ফলে কৃষ্ণকৃপা হলে কেউ জড় প্রপঞ্চ ত্যাগ করে চিন্ময় জগতে প্রবিষ্ট হন। সেখানে গোলোকে বিশুদ্ধ লীলা দর্শন ও আস্বাদন করতে পারবেন। আর, এই প্রপঞ্চে থেকেও ভক্তিসিদ্ধিক্রমে কৃষ্ণকৃপায় চিন্ময় রসের অনুভূতি যিনি লাভ করেছেন, তিনি ভৌম গোকুলেও সেই গোলোক লীলা দেখতে পান। বস্তু সিদ্ধি বা স্বরূপ সিদ্ধির তারতম্য অনুসারে ভক্তদের গোলোকলীলা দর্শনের তারতম্য রয়েছে। নিতান্ত মায়াবদ্ধ ব্যক্তিরা ভক্তিচক্ষুহীন। তারা ভক্তিবহির্মুখ জ্ঞানের আশ্রয়ে থাকে।

গোবিন্দম্ আদি পুরুষং তম্ অহং ভজামি—গোলোকে নিবাসকারী সেই অখিলাত্মভূত বা সর্বান্তর্যামী পরমেশ্বর, সর্বজীবের প্রিয়তম, সর্ব-জীবের উৎস, সর্বপ্রবর্তক গোবিন্দ, সেই আদিপুরুষকে আমি ভজনা করি।

- সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

নিত্যানন্দ স্থানে অপরাধ

শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু বহু ভক্ত সঙ্গে হরিনাম সংকীর্তন করছিলেন। হরিনাম সংকীর্তন কালে বহু গ্রামবাসী মহানন্দে হরিনাম সংকীর্তন শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করলেন। কীর্তন করতে করতে পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কাগজপুখুরিয়া নামক একটি গ্রামে এসে পৌঁছলেন।

এই গ্রামটিতে একজন জমিদারের বাড়িতে তিনি এলেন। জমিদারের নাম রামচন্দ্র খাঁন। খাঁন কথাটি অবশ্য জমিদারের উপাধি ছিল। তিনি ছিলেন শ্রোত্রীয় রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বংশীয়। যশোহর জেলার পূর্ব রেলের বেনাপোল স্টেশনের কাছে এই কাগজপুখুরিয়া গ্রাম।

জমিদারের বাড়ীতে এসে এক দুর্গামণ্ডপের উপরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বসলেন। বহু ভক্তের ভীড়ে গৃহের অঙ্গন ভরে গেল। গৃহের ভেতরে পরিবারের লোকদের সঙ্গে গল্প করছিলেন ব্রাহ্মণ জমিদার রামচন্দ্র খাঁন। তিনি নিত্যানন্দ প্রভুকে সম্বর্ধনা জানানোর কোনও প্রয়োজন মনে করেননি। এমনকি দর্শন করতেও বাহির হননি। শুধু তাই নয়, এই হরিনাম সংকীর্তন দল তার বাড়ির সামনের উঠোনে এসেছে জেনে জমিদার অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। তিনি তাঁর এক চাকরকে পাঠালেন, যাতে সে এসে কড়াকড়ি নির্দেশ দেয় যে, নিত্যানন্দ প্রভু তাঁর দলবলকে নিয়ে শীঘ্রই অন্যত্র সরে পড়েন।

চাকরটি এসে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বলল, "গোসাঞি, খাঁনবাবু আমাকে পাঠালেন, আপনার জন্য কোনও সাধারণ গৃহস্থের ঘরে আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করার জন্য। আপনার অনেক অনুগামী। এই দুর্গামণ্ডপে এতজনের থাকার মতো জায়গা হবে না। আপনারা গোয়ালাদের গোশালায় গিয়ে থাকতে পারেন। কারণ আয়তনে গোশালা বিশাল। এ স্থান আপনাদের উপযুক্ত স্থান নয়।"

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তখন খাঁনবাবুর চাকরের কথা শুনে ক্রোধান্বিত হয়ে হাসতে হাসতে বললেন, ‘‘হ্যাঁ, সত্য কথা। এই ঘরটি আমার উপযুক্ত স্থান নয়। যারা ম্লেচ্ছ, যারা গো-বধ করে, তাদের এটি উপযুক্ত স্থান।’’ শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু ক্রোধাবেশে সেই গ্রাম ত্যাগ করে চলে গেলেন।

এদিকে রামচন্দ্র খাঁন তাঁর চাকরদের বললেন, ‘‘আমাদের ব্রাহ্মণ সংস্কৃতি নষ্টকারী এই সংকীর্তন দল আমাদের সমাজটাকে নষ্ট করে দিল। আমাদের এই জায়গা অপবিত্র করে ফেলেছে। তোরা এক্ষুণি যা, অবধূত যেখানে বসেছিল, সেই জায়গার মাটি খুঁড়ে নিয়ে দূরে ফেলে দিয়ে আয়। তারপর ভালো করে গোবর জলের দ্বারা দুর্গামণ্ডপটিকে শুদ্ধ সংস্কার করিয়ে দে।’’ খাঁনবাবুর নির্দেশ মতো চাকরেরা এক প্রস্থ মাটি খুঁড়ে দূরে ফেলে দিয়ে এলো। তারপর গোবর জল দিয়ে সমস্ত দুর্গামণ্ডপ -প্রাঙ্গণ লেপন করলো। কিন্তু খাঁনবাবুর মন তাতেও প্রসন্ন হলো না।

জমিদার খাঁনবাবু মুসলমান নবাবের কর প্রদানে বেশ ফাঁকি দিয়েছিল। তাই নবাবের উজির ক্রুদ্ধ হয়ে সেই রাত্রে রামচন্দ্র খাঁনের বাড়িতে দলবল সহ এসে পৌঁছালেন। তারাই দুর্গামণ্ডপে বাস করতে লাগল। রামচন্দ্র খাঁন নবাবের কর ফাঁকি দিয়ে সমস্ত টাকা নিজের গৃহসুখ এবং সুন্দরী সুন্দরী বেশ্যাদের জন্য খরচ করে ফেলেছিল। মুসলমান উজির রামচন্দ্র খাঁকে বন্দী করলো, তাঁর স্ত্রী-পুত্রকেও বন্দী করলো এবং সেই রাত্রে তাদের একটি গাভীকে বধ করে দুর্গামণ্ডপেই মাংস রান্না করলো। একদিন নয়। পুরাপুরি তিনদিন ধরে রামচন্দ্র খাঁনের বাড়িসহ সারা কাগজ পুখুরিয়া গ্রামবাসীর বাড়ি বাড়ি তারা লুণ্ঠন করতে লাগল।

তিনদিনই রামচন্দ্র খানের বাড়িতে অমেধ্য মাংস রান্না করলো। সব রকমের অত্যাচার শুরু করলো। চতুর্থ দিনে তারা সেই গ্রাম উজাড় করে চলে গেল।

রামচন্দ্র খানের জাতি, ধন, জন সব নিয়ে নিল মুসলমান উজির সাহেব। গ্রামবাসীরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। বহুদিন পর্যন্ত গ্রামটি জনমানব শূন্য হয়ে থাকলো। সব কিছু ছারখার হয়ে গেল।

নিত্যানন্দ প্রভুর চরণে অপরাধী ব্যক্তির কি না ভয়ানক দশা হয়? সেখানে নিত্যানন্দ প্রভুর বিশাল হরিনাম সংকীর্তন দল থাকলে উজিরের দল আসতেই সাহস পেতো না। কিন্তু রামচন্দ্র খাঁন ছিল মহা অপরাধী। ঐ লোকটি টাকার লোভ দেখিয়ে লক্ষহীরা নামে সুন্দরী বেশ্যাকে পাঠিয়ে বেনাপোলে হরিনাম ভজনকারী শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে কলঙ্কিত করবার খুবই চেষ্টা চালিয়েছিল। হরিদাস ঠাকুরের চরণে অপরাধ করার ফলে সে জঘন্য প্রকৃতির ও ভ্রষ্টবুদ্ধি হয়েছিল। যার ফলে পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভুর অহৈতুকী কৃপা লাভের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে নিত্যানন্দের প্রতি বিমুখ ভাব ও ঘোর বিরুদ্ধাচার করেছিল। বিষ্ণু-বৈষ্ণব চরণে ঘোর অপরাধী ব্যক্তি যেখানে বাস করে সেই এলাকাটি একজনের দোষে উজাড় হয়ে যায়।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সেই কথা বলেছেন—

মহান্তের অপমান যে দেশ-গ্রামে হয়।
এক জনার দোষে সব দেশ উজাড়য়।।

- সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীনিত্যানন্দ লীলা

মহাপ্রভুর দণ্ড ভঙ্গ

একদিন পথ চলতে চলতে সুবর্ণরেখা নদীতটে এলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। নদীর স্বচ্ছ জল দেখে স্নান করতে লাগলেন। তাঁর সন্ন্যাস দণ্ডটি ধরেছিলেন জগদানন্দ পণ্ডিত। মুকুন্দ প্রভৃতি অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে প্রেমবিহ্বল চিত্তে নৃত্যকীর্তন করতে করতে নিত্যানন্দ প্রভু এসে পৌঁছলেন। জগদানন্দ পণ্ডিত নিত্যানন্দ প্রভুর কাছে সাবধানে দণ্ডটি রাখতে অনুরোধ করে ভিক্ষা করতে গেলেন।

সেই সময় নিত্যানন্দ প্রভু দণ্ডটিকে সম্বোধন করে বললেন, 'হে দণ্ড, আমি যাঁকে সবসময় আমার হৃদয়ে বহন করি, সে কিনা তোমাকে বহন করবে এটা কোনও যুক্তিযুক্ত নয়। আমরা তাঁর নিত্য ভৃত্য। আমাদের সেই নিত্য প্রভুকে তুমি তোমার বাহকরূপে সাজিয়ে অপরাধ করছো। তুমি এভাবে মহাপ্রভুর দ্বারা সেবা নিতে পারো না।'—এই বলে নিত্যানন্দ প্রভু সেই দণ্ডটিকে তিন খণ্ড করে ফেলে দিলেন।

অন্যান্য ভক্তরা অবাক হলেন। জগদানন্দ এসে জিজ্ঞাসা করলেন এই দণ্ড কে ভেঙেছে? নিত্যানন্দ প্রভু বললেন, 'যে দণ্ড ধরেছিল, সে-ই ভেঙেছে। আর কে ভাঙবে?' সেই ভাঙা দণ্ড তুলে নিয়ে জগদানন্দ পণ্ডিত যেখানে মহাপ্রভু বসেছিলেন সেখানে এলেন।

মহাপ্রভু বললেন, 'কে দণ্ড ভেঙেছে?'

নিত্যানন্দ প্রভু এসে বললেন, 'বাঁশখানা আমি ভেঙেছি। এজন্য ক্ষমা যদি না করতে পারো, শাস্তি দিতে পারো।'

মহাপ্রভু বললেন, সন্ন্যাস দণ্ডে সর্ব দেবের অধিষ্ঠান হয়। আর তুমি তাকে শুধু বাঁশখানা বলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছো? জানিনা কৃষ্ণের কি ইচ্ছা। সঙ্গে আমার একটা দণ্ড ছিল, সেটাও ভঙ্গ হলো। তোমাদের কারও সঙ্গে আমি জগন্নাথপুরী যাবো না, হয় তোমরা আগে যাও, নয় তো আমি আগে যাবো।

মুকুন্দ বললেন, মহাপ্রভু আপনি আগে যান। আমরা সবাই পেছনে পেছনে যাবো।

আগে আগে মহাপ্রভু জালেশ্বর শিব মন্দিরে গিয়ে মহানন্দে নৃত্য কীর্তন করতে লাগলেন। সেখানে শিবের পূজারীরা মহাপ্রভুর আনন্দ নৃত্য দেখে আনন্দিত হলেন। এদিকে মুকুন্দ প্রমুখ ভক্তগণ সহ নিত্যানন্দ প্রভু সেখানে গিয়ে প্রেমানন্দে নাচতে লাগলেন, হরিনাম করতে লাগলেন, বাদ্য বাজতে লাগলো। সবারই দুই নয়ন ভরে অশ্রুধারা বইতে লাগলো। প্রেমবিহ্বল শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে দেখে আলিঙ্গন করে মহাপ্রভু তখন তাঁকে অদ্ভুত কথা বললেন, তুমি আমাকে যেরকম সাজাবে আমি সেরকমই থাকবো। আমার সন্ন্যাস অবশ্য রক্ষা করো। সেই সময় অন্য ভক্তদের মহাপ্রভু বললেন, এই নিত্যানন্দ প্রভু আমার চেয়ে বড়ো। নিত্যানন্দ চরণে কেউ অপরাধ করলে তার কৃষ্ণপ্রেমভক্তি বিঘ্নিত হবে। তাই সাবধান।

শ্রীবলরামের মালা গ্রহণ

একদিন নীলাচলপুরীর জগন্নাথ মন্দিরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তদের সাথে নৃত্যকীর্তনে মগ্ন ছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সেই নৃত্যরসে উন্মত্ত হয়ে গর্ভমন্দিরের মধ্যে গিয়ে জগন্নাথদেবকে আলিঙ্গন করতে লাগলেন। সেই সময় পড়িহারী বা দ্বাররক্ষীরা নিত্যানন্দ প্রভুকে বাধা দিতে পারছিলেন না।

অন্য একদিন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গর্ভমন্দিরে সুবর্ণ সিংহাসনে উঠে শ্রীবলরামকে ধরে আলিঙ্গন করতে লাগলেন। সেই সময় অত্যন্ত বলশালী এক পড়িহারী দ্রুত নিত্যানন্দ প্রভুকে ধরতে গিয়ে পাঁচ-সাত হাত দূরে ছিটকে গিয়ে পড়লেন। ততক্ষণে নিত্যানন্দ প্রভু বলরামের গলার বড় ফুলের মালা নিয়ে নিজের গলায় পড়লেন। মালা পরে নিয়ে স্বচ্ছন্দ গজেন্দ্র গতিতে চলতে লাগলেন। সেই সময় পড়িহারী উঠে পড়ে বিস্ময়ান্বিত হয়ে মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন, এই অবধূত নিত্যানন্দ কোনও সাধারণ মানুষ নন। কোনও মানুষ যদি এভাবে শ্রীবলদেবকে স্পর্শ করতে আসে তবে সে দেহত্যাগ করতে বাধ্য। আমি একটা পাগলা-হাতীকেও ধরে রাখতে পারি, কিন্তু আমি কত কায়দা কানুন করে উনাকে ধরতে যাচ্ছি। খুব শক্ত করেই আমি তাকে ধরলামও। কিন্তু আমার এ কি দশা হলো। একটা তৃণকণার মতো অতি অনায়াসে কোথায় ছিটকে পড়লাম!

যাই হোক সেই ঘটনার পর থেকে পড়িহারী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে যখনি দর্শন করতেন তখনি তাঁর নিকট অত্যন্ত বিনীতভাবে থাকতেন। ভাবতেন, উনি মহাবলশালী শ্রীবলদেব কিনা কে জানে।

জালে পাখি

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের শিক্ষামূলক গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত

তাৎপর্য ঃ

মৃত্যুরূপে মায়া আপনাকে গ্রাস করার পূর্বে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে নিজেকে মায়ার কবল থেকে রক্ষা করুন। এটিই বুদ্ধিমত্তা। আপনি আপনার পরিবার বা সমাজকে রক্ষা করতে পারবেন না। সেটি সম্ভব নয়। মৃত্যু তাদের হবেই! তারা সকলেই মায়ার জালে আবদ্ধ হবে, আপনি তাদের রক্ষা করতে পারবেন না। যদি আপনি তাদের রক্ষা করতে চান তাহলে তাদেরকে কৃষ্ণভাবনাময় করে তুলুন। সেটিই হচ্ছে একমাত্র সমাধান।

মৃত্যু পথে

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব

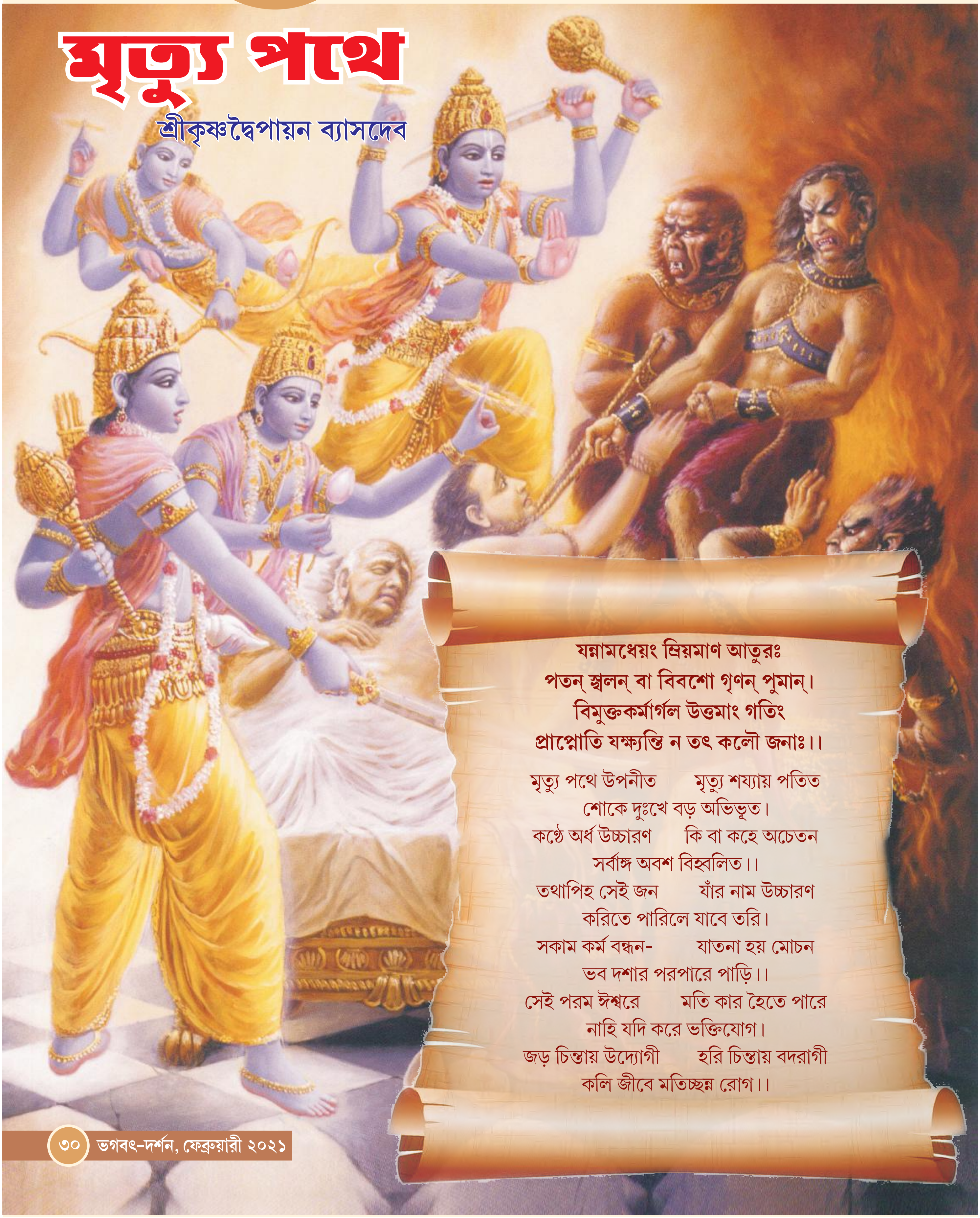

যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ
পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্মার্গল উত্তমাং গতিং
প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তৎ কলৌ জনাঃ।।

মৃত্যু পথে উপনীত মৃত্যু শয্যায় পতিত
শোকে দুঃখে বড় অভিভূত।
কণ্ঠে অর্ধ উচ্চারণ কি বা কহে অচেতন
সর্বাঙ্গ অবশ বিহ্বলিত।।
তথাপিহ সেই জন যাঁর নাম উচ্চারণ
করিতে পারিলে যাবে তরি।
সকাম কর্ম বন্ধন- যাতনা হয় মোচন
ভব দশার পরপারে পাড়ি।।
সেই পরম ঈশ্বরে মতি কার হৈতে পারে
নাহি যদি করে ভক্তিযোগ।
জড় চিন্তায় উদ্যোগী হরি চিন্তায় বদরাগী
কলি জীবে মতিচ্ছন্ন রোগ।।

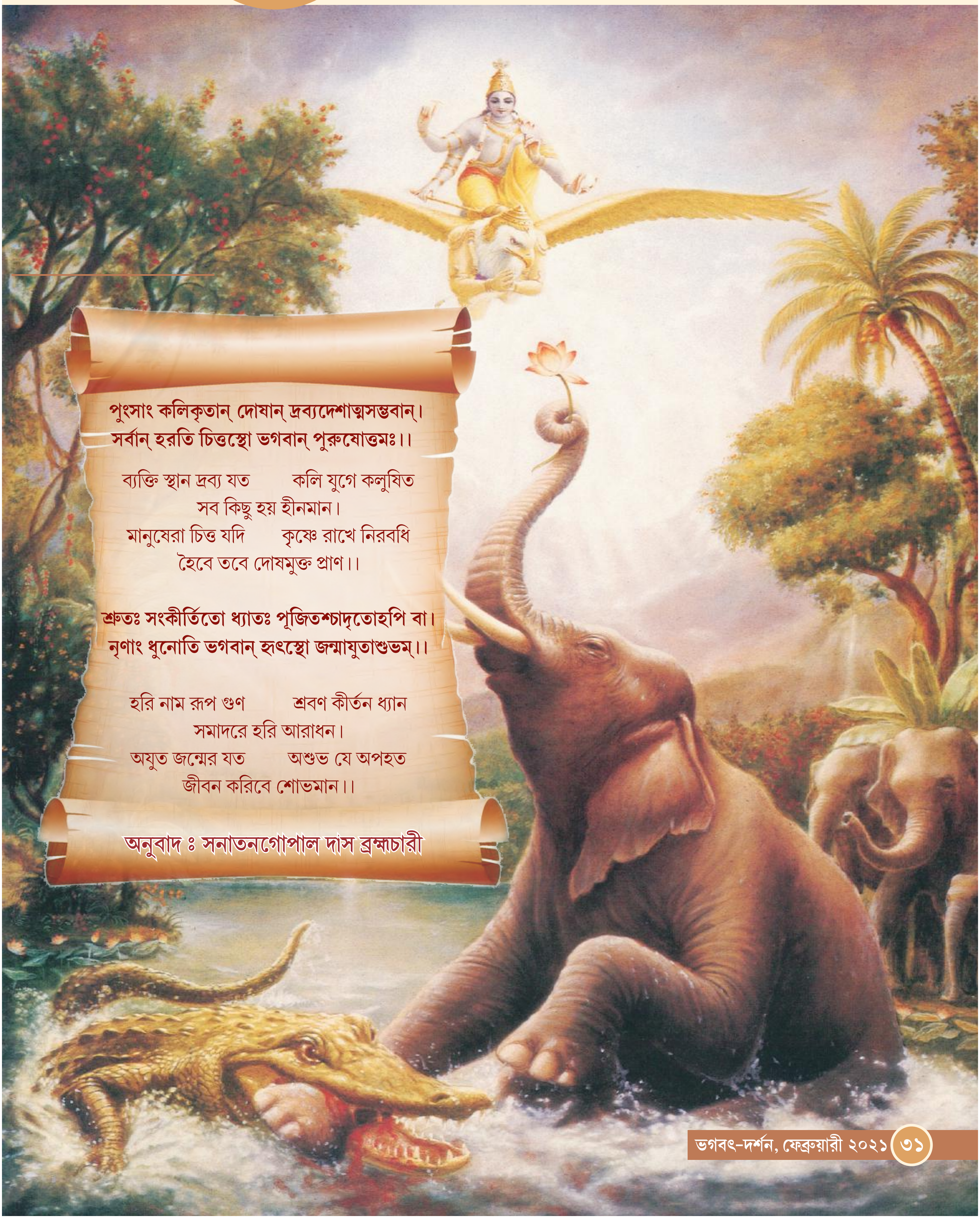

পুংসাং কলিকৃতান্ দোষান্ দ্রব্যদেশাত্মসম্ভবান্।
সর্বান্ হরতি চিত্তস্থো ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।।

ব্যক্তি স্থান দ্রব্য যত কলি যুগে কলুষিত
সব কিছু হয় হীনমান।
মানুষেরা চিত্ত যদি কৃষ্ণে রাখে নিরবধি
হৈবে তবে দোষমুক্ত প্রাণ।।

শ্রুতঃ সংকীর্তিতো ধ্যাতঃ পূজিতশ্চাদৃতোহপি বা।
নৃণাং ধুনোতি ভগবান্ হৃৎস্থো জন্মাযুতাশুভম্।।

হরি নাম রূপ গুণ শ্রবণ কীর্তন ধ্যান
সমাদরে হরি আরাধন।
অযুত জন্মের যত অশুভ যে অপহত
জীবন করিবে শোভমান।।

অনুবাদ ঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

প্রকাশিত হয়েছে

কয়েক হাজার নিদারুণ প্রশ্ন এবং সহজ সুন্দর উত্তর সম্বলিত অত্যন্ত আকর্ষণীয় গ্রন্থ

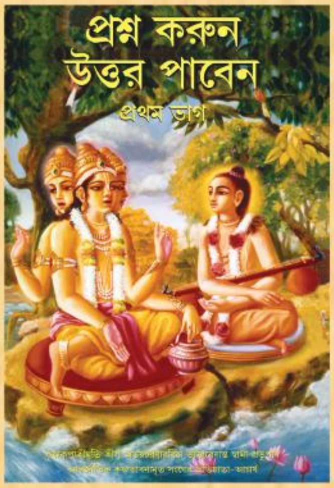

প্রশ্ন করুন উত্তর পাবেন

(প্রথম ভাগ)

তাকালেই পেতে চাইবেন

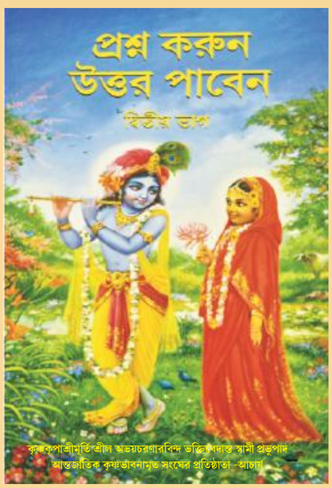

প্রশ্ন করুন উত্তর পাবেন

(দ্বিতীয় ভাগ)

এই দুটি গ্রন্থে রয়েছে আপনার সত্য জিজ্ঞাসু মনের মণিকোঠায় জেগে ওঠা হরেক প্রশ্নের সমাধান !

আজই সংগ্রহ করুন

* এই সকল গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য যোগাযোগ করুন আপনার নিকটবর্তী ইসকন কেন্দ্র কিংবা সংকীর্তন প্রচার বাসগুলোতে।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ৭৪১৩১৩